বঙ্গ
কমলবার্তা
এপ্রিল সংখ্যা। ২০২৪

সন্ত্রাসমুক্ত উন্নয়নের বাংলা মোদীজির গ্যারান্টি

আবার একবার
মোদী সরকার

দুয়ারে জঙ্গি

রামের মিছিলে জেহাদি হামলা

এসেছে সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর

মোদীর ১০ বছরে ভারতবর্ষের উত্থান

মোদীর গ্যারান্টি বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহার

হাস্যকর প্রলাপঃ বাম-কংগ্রেস ইশতেহার

হনুমান জয়ন্তীর দিনে রাজস্থানের টঙ্ক-সওয়াই মাধোপুরে নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় জনতা জনার্দনের বাঁধভাঙা উৎসাহ।

চেন্নাইয়ের নির্বাচনী শোভাযাত্রায় নরেন্দ্র মোদীর প্রতি মানুষের ভালবাসা।

জব্বলপুরে নরেন্দ্র মোদীর রোড-শোতে মানুষের উচ্ছ্বাস।

রাজস্থানের দৌসায় রোড-শোতে নরেন্দ্র মোদী।

জনস্রোতে ভাসছে দক্ষিণ কন্নড় লোকসভা কেন্দ্রের ম্যাঙ্গালুরু-তে নরেন্দ্র মোদীর রোড-শো।

বঙ্গ
কমলবার্তা

এপ্রিল সংখ্যা। ২০২৪

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের উত্থান (২০১৪-২০২৪) ৪
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহার: মোদীর গ্যারান্টি ৮
অভিরূপ ঘোষ

হাস্যকর প্রলাপ: কংগ্রেস-সিপিএমের নির্বাচনী ইশতেহার ১১
বিনয়ভূষণ দাশ

সচিত্র হীরক রানির কুকীর্তি (পর্ব-৫) ১৪

ছবিতে খবর ১৬

'হিন্দু ও মুসলমান ভারতমায়ের দুই হাত' বলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ২২
সৌমক পোদ্দার

রামের মিছিলে জেহাদি হামলা ২৫
স্বাতী সেনাপতি

দুয়ারে জঙ্গি ২৮
পুলক নারায়ণ ধর

এসেছে সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ৩০
সুস্মিতা মন্ডল

সাক্ষাৎকার: রুদ্রনীল ঘোষ ৩২

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

'তৃণমূলকে চুরি করা কে শিখিয়েছে' – তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীই এখন প্রায় প্রতিটি সভায় মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইছে তৃণমূলের চুরির কথা। এর পাশাপাশি নাম না করে বিরোধী দলনেতাকে 'তুই', 'গদ্দার' বলে স্বভাবসুলভ খিস্তিখেউর করলেও তিনি মানে 'সততার প্রতীক' তাঁর প্রশ্নেই মেনে নিচ্ছেন 'তৃণমূল চোর' এবং 'তৃণমূল চুরি করে'। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, তৃণমূলের চুরিতে বিজেপির ভূমিকা নিয়ে! তাঁর রাজনীতি বা কলতলার ক্যাচালের যুক্তি অনুযায়ী তৃণমূল চোর কিন্তু তার দায় নাকি বিজেপি দলনেতার (নাম নেওয়ার সাহস হয়নি, ইঙ্গিতে বলেছেন) মানে যার কাছে তিনি নির্বাচনী লড়াইয়ে হেরে গিয়েছিলেন।

প্রতি মুহূর্তে উনি হেরে যাচ্ছেন, ধরা পরে যাচ্ছেন সন্দেশখালি থেকে চাকরি দুর্নীতি সর্বত্র। বামাল সমেত একের পর এক ধরা পড়ছে তাঁর নেতা-মন্ত্রী-স্নেহধন্যরা অথচ তিনি বিজেপির কোর্টে বল ঠেলে দিয়ে প্রাণপণ বাঁচতে চাইছেন। সময় যত এগোচ্ছে চাপ বাড়ছে ওনার। চাকরি দুর্নীতির রায় বেরোতে কোণঠাসা মমতা ব্যানার্জি কলকাতা হাইকোর্ট-কেই কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন। অথচ দিনের পর দিন আদালত যখন রাজ্য সরকারের কাছে প্রকাশিত প্যানেল চেয়েছে তখন তা দেওয়া হয়নি কিন্তু এসএসসি-র প্যানেলে যে দুর্নীতি হয়েছে তা রাজ্য সরকার স্বীকার করে নিয়েছে আদালতে। স্বাভাবিকভাবেই সুপ্রিম কোর্টে গেলেও চাকরি বাতিলে ২৬০০০ পরিবার যে বিপদের মুখে পড়ল তার দায় তো মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর ক্যাবিনেটকেই নিতে হবে। 'বিজেপি আদালতের রায় লিখে দিয়েছে' বলে কি দায় এড়ানো যাবে?

কয়লা চুরি, গরু চুরি, বালি চুরি, রেশন চুরির পর আছে সন্দেশখালির কাঁটা। শাহজাহানকে কেন তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন এবারে তা ক্রমশ বেরিয়ে আসছে। বালির বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। সন্দেশখালিতে শুধু যে মহিলাদের ওপর অত্যাচার এবং মাছের ভেড়িকে সামনে রেখে দুর্নীতি হয়েছে তা নয়। সিবিআই না গেলে কেউ জানতেই পারতো না – সন্দেশখালিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার। কারা আছে এর পিছনে? কি করছিল রাজ্য পুলিশ এবং রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স? রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে কেন কোন খবর ছিলনা? বোমা খুঁজে বার করতে সন্দেশখালিতে নিয়ে আসতে হচ্ছে 'ক্যালিবার' রোবট? যা ব্যবহার করে এনএসজি ও ভারতীয় সেনা? প্রচুর অস্ত্র - বোমা, বিদেশী বন্দুক কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? না, সেই 'সন্দেশখালির বাঘ' শাহজাহান শেখের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ি থেকে। আর এই শাহজাহানকেই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রশংসা করেছিলেন মমতা? এই শাহজাহানকে নিয়েই গলা চড়িয়েছিল 'সেনাপতি'? দায় অস্বীকার করতে পারেন কি হীরক রানি? এবারে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে পূর্ব-ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে। হীরক রানির কাছে এবার দুটো পথ খোলা। হয় পদত্যাগ করে 'খেলা' শেষ করা। নাহলে মানুষ এবার সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করবে তাঁকে – রাজা তোর কাপড় কোথায়?

জয় হিন্দ।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের উত্থান (২০১৪-২০২৪)

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৪ সালে যখন ক্ষমতায় আসে বিজেপি তখন বিশ্বের ১১তম অর্থনীতি ছিল ভারতবর্ষ। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদী সরকারের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতি। কি করে হল? ২০১৪-র আগে কেন হলনা? গত ১০ বছরে সবার সঙ্গে সবার বিকাশে মোদী সরকার সাফল্যের সঙ্গে জুড়ে দিতে পেরেছে সবার প্রয়াস – আর এটাই গত ১০ বছরে ভারতবর্ষের উত্থানের ক্ষেত্রে মোদীর মাস্টারস্ট্রোক।

বিগত এক দশকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের এক স্বপ্নের উড়ান শুরু হয়েছে। এক ঝলকে আমরা এই সময়কালে ভারতবর্ষের নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতির মূল মাইলফলকগুলি দেখে নেব।

১। নতুন ভারত- বিকশিত ভারতঃ

- নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন, ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির প্রতীক 'পবিত্র সেঙ্গল' সংসদ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মের মাধ্যমে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ৩৭০ ধারার উচ্ছেদ, জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে।
- CAA -এর মাধ্যমে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের নিপীড়িত অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা।
- দেশের নিজস্ব ন্যায় সংহিতা 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩' ঔপনিবেশিক সময় থেকে প্রচলিত দণ্ড সংহিতাকে প্রতিস্থাপিত করেছে।
- চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩ এর সফল অবতরণ, এক ঐতিহাসিক সাফল্যের নিদর্শন। আদিত্য এল ১ মিশনের মাধ্যমে ভারত মহাকাশ গবেষণায় এক বিপুল সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে।
- ভারতীয় খেলোয়াড়রা কেবল এশিয়াডে ১০৭ পদক (২৮ স্বর্ণ) আনেননি, প্যারা এশিয়াডেও দেশের প্যারা এথলিটরা ১১১ টি পদক (২৯ স্বর্ণ) এনে এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন।
- সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতের ৫জি নেটওয়ার্ককে সবচেয়ে দ্রুতগামী করার প্রক্রিয়া চলছে। সারা বিশ্বের বৃহত্তম ৫জি নেটওয়ার্কের মধ্যে ভারত অন্যতম।
- জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ১২.২ বিলিয়ন অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে ভারত সারা বিশ্বে ডিজিটাল লেনদেন ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

২। ঐতিহ্যের সঙ্গে বিকাশঃ

- পাঁচ শতক ব্যাপী দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২২ জানুয়ারি ২০২৪ অযোধ্যায় শ্রীরাম লালার ভব্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে, ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

- আবু ধাবিতে স্থাপিত প্রথম হিন্দু মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি।
- কাশী বিশ্বনাথ করিডর, মহাকালেশ্বর মন্দির করিডর, অসমে মা কামাখ্যা দেবী করিডর, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে চারধাম মহামার্গ বিকাশ পরিযোজনার মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলগুলির বহুমুখী বিকাশ সাধন।
- বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকরের জীবনের সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি পবিত্র স্থানকে যুক্ত করে 'পঞ্চ তীর্থ' প্রকল্পের সূচনা।
- তামিলনাড়ুর সঙ্গে কাশী ও গুজরাতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার তাগিদে কাশী তামিল সঙ্গমম ও সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গমম প্রকল্পের সূচনা।
- শারদা মন্দিরের উদ্বোধন, কর্তারপুর করিডর নির্মাণ, কম্বোডিয়ার হিন্দু মন্দিরের সংস্কার, ওমকারেশ্বর, শ্রীশৈলম, বৈদ্যনাথ ধাম, কালিকা মাতা মন্দির ও বারাণসীতে রিভার ক্রুজের মত পরিকল্পনা গ্রহণ।
- দেশ থেকে চুরি হয়ে যাওয়া বা নিয়ে যাওয়া ২৩৮টি ঐতিহাসিক সামগ্রী বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে- যার মধ্যে খাজুরাহোর দ্বাদশ শতাব্দীর দেবমূর্তি ও ভগবান গণেশের কাংস্য মূর্তিও রয়েছে।
- তামিল ভাষার বৈশ্বিক মহত্ব তথা বৈশ্বিক মঞ্চে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব বৃদ্ধির তাগিদে হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল অধ্যয়ন পীঠ স্থাপন।
- ভারতের জনজাতীয় সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রীয় মঞ্চে প্রদর্শনের তাগিদে 'আদি মহোৎসব' অনুষ্ঠানের সূচনা

- ভারতের উদ্যোগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ২১ জুন 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' ও ২০২৩ সাল 'আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ' হিসেবে ঘোষিত।
- করোনা পরবর্তী সময়ে বন্দে ভারত মিশনের মাধ্যমে ২.৯৭ কোটি ভারতীয়ের সুরক্ষিত প্রত্যাবর্তন ও সুদান, ইউক্রেন, লিবিয়া ও ইয়েমেন থেকে তিরিশ হাজারের অধিক ভারতীয়ের সুরক্ষিত প্রত্যাবর্তন।
- ভ্যাক্সিন মৈত্রীর মাধ্যমে শতাধিক দেশে ৩০ কোটির অধিক কোভিড ভ্যাক্সিন প্রদান

৩। বিশ্বের প্রেক্ষিতে উজ্জ্বল ভারতঃ

- ভারতের অধ্যক্ষতায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন যা বিশ্বের মঞ্চে ভারতের আগ্রাসী প্রভাবের অনন্য প্রমাণ। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের একসঙ্গে নিয়ে এনে, আলোচনার মাধ্যমে সহমত তৈরির ক্ষেত্রে ভারত অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে।

৪। বিকশিত অর্থব্যবস্থা ও গরীব কল্যাণঃ

- মোদিজির নেতৃত্বে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠেছে ভারত- যা দেশের গরীব কল্যাণ, সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও আর্থিক সংস্কারের ইঙ্গিত বহন করে।
- বিগত এক দশকে ২৫ কোটির অধিক মানুষের দারিদ্র্যমুক্তি ঘটেছে। এই অভূতপূর্ব প্রগতি কেবল গরিবদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করেনি, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকেও সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ করেছে।
- মোদিজির নেতৃত্বে ভারতের অর্থব্যবস্থা সবচেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন অর্থব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের তৃতীয় ভাগে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের বৃদ্ধি ঘটেছে ৮.৪ শতাংশ।
- প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায় ৮১.৩৫ কোটি ভারতীয়ের বিনামূল্যে রেশন প্রাপ্তি ঘটেছে।
- হর ঘর নল সে জল' মিশনের সৌজন্যে ১৪ কোটির অধিক গ্রামীণ পরিবারে পাইপের মাধ্যমে জলের সংযোগ প্রদান।
- আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের মাধ্যমে ৬ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান।
- পি এম জন মন যোজনা' ও 'পি এম বিশ্বকর্মা যোজনা'র মাধ্যমে যথাক্রমে আদিবাসী ও কারিগরদের সাহায্য প্রদান।
- উজ্জ্বলা যোজনা' প্রায় ১২.৪৬ কোটি এল পি জি (গ্যাস) সংযোগ প্রদানের মধ্য দিয়ে মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

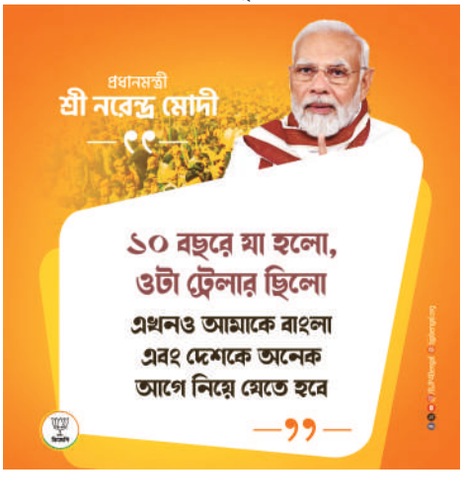

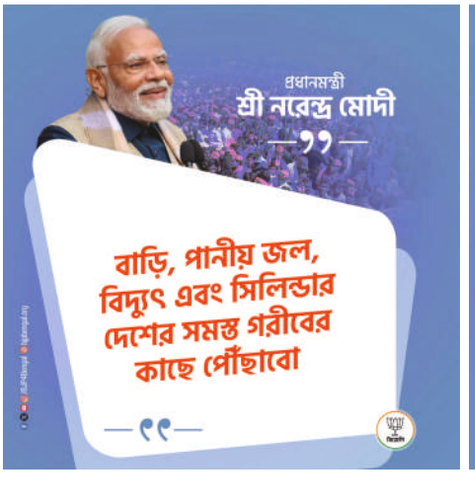

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৪ কোটির অধিক নতুন বাড়ি নির্মিত হয়েছে। যার মধ্যে ৭৫ শতাংশ মহিলাদের নামে পঞ্জীকৃত হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার মাধ্যমে ৫০ কোটি জন-ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- পিএম স্বনিধি যোজনা ও মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে আগ্রহী ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা , প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা ও অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে গরিবদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

৫। যুব ভারতের নতুন উড়ানঃ

- ৭টি IIT, ১৬ টি IIIT, ৭টি IIM, ১৫টি AIIMS, ৩৯০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটেছে।
- ২০১৪ সালের পরে ৫৭০০ নতুন কলেজ স্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ দৈনিক ২টি নতুন কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।
- MBBS এর আসনসংখ্যা বেড়েছে ১১২ শতাংশ ও PG স্তরে আসনসংখ্যা বেড়েছে ১২৭ শতাংশ।
- প্রধানমন্ত্রী শ্রী যোজনার সৌজন্যে ১৪৫০০ টি বিদ্যালয়ের উন্নতি ঘটেছে। চার দশক পর জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণীত হয়েছে।
- স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে ভারত বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।
- ডিজিটাল অর্থব্যবস্থায় ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ৬ কোটি চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। পি এম কৌশল বিকাশ যোজনায় ১.৩ কোটি যুবক প্রশিক্ষণ লাভ করেছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে যেখানে বেকারত্বের পরিমাণ ৫.৮ শতাংশ ছিল, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তা ৩.২ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

৬। সমৃদ্ধ অন্নদাতা ও বিকশিত ভারতঃ

- প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় ১১ কোটি কৃষককে ২.৮ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১.৫-২.৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে কিছু নতুন শস্যও সংযুক্ত হয়েছে।
- ফসল বীমা যোজনার মাধ্যমে ৪৮ কোটির অধিক কৃষককে ১.৪০ লক্ষ কোটি টাকার বীমা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২৩-২৪ সালের বাজেটে কৃষি খাতে বন্টনের পরিমাণ পাঁচ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৫,০৩৬ কোটি টাকা

৭। নারীর জন্য বিকাশঃ

- তিন তালাকের সমাপ্তি। মুসলিম মহিলা (বিবাহ অধিকার সংরক্ষণ) অধিনিয়ম,২০১৯ কঠোরভাবে লাগু করা হয়েছে।
- মহিলাদের সুরক্ষার জন্য কঠোর আইন প্রণীত হয়েছে। নির্ভয়া ফান্ড তথা মিশন শক্তির মাধ্যমে মহিলাদের সুরক্ষা ও নারী ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় করা হয়েছে।
- সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব: স্থল সেনায় ৩.৮৯ শতাংশ, নৌ সেনায় ৬.৭ শতাংশ ও বায়ু সেনায় ১৩.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা আগে কেবল ২.৫ শতাংশ ছিল। সৈনিক স্কুল ও রাষ্ট্রীয় রক্ষা একাডেমির (এন ডি এ) দ্বার মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।
- পোষণ অভিযানের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মাধ্যমে কন্যা শিশুর শিক্ষা ও বিবাহের কাজে সাহায্য করা হয়েছে।
- মাতৃত্ব লাভ অধিনিয়ম, ২০১৭ এর মাধ্যমে সবেতন মাতৃত্বজনিত ছুটির পরিমাণ ২৬ সপ্তাহ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

৮। সুরক্ষার গ্যারান্টিঃ

- শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য 'রাষ্ট্রীয় সমর স্মারক' প্রবর্তিত হয়েছে। এক র্যাঙ্ক এক পেনশনের পুরনো দাবি পূরণ করা হয়েছে।
- প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ৬ লক্ষ কোটি টাকার অধিক ধার্য হয়েছে। সি ডি এসে পদ সৃষ্টির মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে সামঞ্জস্য তৈরি করা সহজ হয়েছে। রাফায়েলসহ অন্যান্য আধুনিক সমরাস্ত্র ক্রয় করা হয়েছে।
- দেশীয় প্রযুক্তিতে অস্ত্র নির্মাণ ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। উত্তর প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে রক্ষা করিডোর তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।
- সীমান্ত এলাকায় পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য ব্যয় বরাদ্দ তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বদেশে নির্মিত যুদ্ধ বিমান তেজস, তোপ, গোলা-বারুদ, ট্যাঙ্ক, মিসাইল, অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন্স ও অন্যান্য উৎপাদন বন্ধু দেশে রপ্তানি করা শুরু হয়েছে।
- মাটি থেকে আকাশে আঘাত হানতে সক্ষম আকাশ মিসাইল, আকাশ থেকে আকাশে আঘাত হানতে সক্ষম অস্ত্র মিসাইল, অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল নাগ ও ব্রহ্মোসের রপ্তানি শুরু হয়েছে।

বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে আজ সারা দেশ মোদীজির গ্যারান্টি হিসেবে দেখছে। জনগণের বিশ্বাস, তাঁদের এই স্বপ্ন একদিন পূর্ণ হবেই। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী ও সুদৃঢ় নেতৃত্বে দেশে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, সেটাই গ্যারান্টি দেয় যে আগামী দিনে ভারত এক নতুন উচ্চতার শিখরে আরোহণ করতে চলেছে।

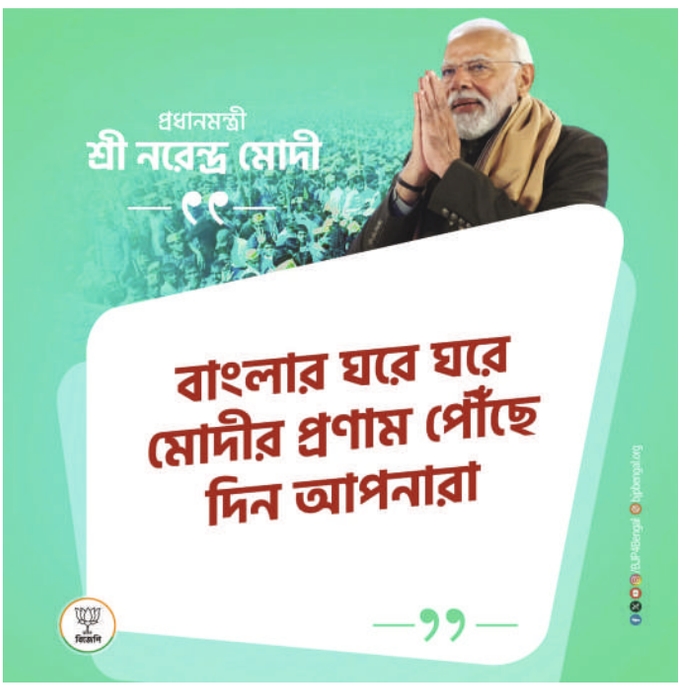

দরিদ্র পরিবারের জন্য

এটাই হলো মোদীর গ্যারান্টি

- দরিদ্র পরিবার গুলির জন্য মোদির গ্যারান্টি **5 বছরের জন্য বিনামূল্যে রেশন**
- **সকলের জন্য আবাসন, বিশুদ্ধ জল এবং বিদ্যুৎ বিল শূন্য হবে** PM Surya Ghar প্রকল্পে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এর কারণে
- আয়ুষ্মান ভারত, জন ঔষধি কেন্দ্র এবং আরোগ্য মন্দিরের মাধ্যমে **বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা**
- বস্তিতে বসবাসকারী মানুষেরা পাবেন **উন্নতমানের আবাসন**

আরও একবার

মোদী সরকার

পদ্ম চিহ্নে ভোট দিন বিজেপিকে জয়ী করুন

বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহার
মোদীর গ্যারান্টি

অভিরূপ ঘোষ

তৃণমূল কংগ্রেসের ইশতেহারে পাইয়ে দেওয়া আর তোষণের রাজনীতি। সিপিএমের ম্যানিফেস্টো একশো শতাংশ দেশদ্রোহিতার বার্তা। উভয়ক্ষেত্রেই ২০২৪ সালের নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে। বিজেপির সংকল্পপত্র তথা মোদির গ্যারান্টি, ২০২৪ নয় ২০৪৭ সালের কথা মাথায় রেখে। দেশের উন্নয়ন যেখানে শেষ কথা।

'গ্যারান্টি' শব্দের অর্থ যদি 'নিশ্চয়তা' হয় তবে 'মোদী গ্যারান্টি' শব্দের অর্থ হওয়া উচিত '১০০% নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি'। শেষ দশ বছরে নরেন্দ্র মোদী যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার সবগুলো পূরণ করে দেখিয়েছেন। ঘোষণাপত্রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নরেন্দ্র মোদি অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাশ্মীর থেকে ধারা ৩৭০ উঠিয়ে দিয়েছেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ লাগু করেছেন। ৮১ কোটি ভারতীয়কে বিনা পয়সায় রেশন দিয়েছেন। ৫০ কোটিরও বেশি ভারতবাসীর ব্যাংক একাউন্ট হয়েছে। ৩৪ কোটিরও বেশি দেশবাসীকে দিয়েছেন বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ। শহর থেকে গ্রাম-প্রান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন রেল, মেট্রো বা সড়ক যোগাযোগ। মহিলাদের সম্মান ও স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি বাড়িতে তৈরি করেছেন শৌচালয় এবং দিয়েছেন গ্যাস কানেকশন (উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে)। মুসলিম মহিলাদের সম্মান রক্ষায় তুলে দিয়েছেন তিন তালাক প্রথা। নরেন্দ্র মোদী ৪ কোটিরও বেশি পরিবারকে দিয়েছেন পাকা বাড়ি এবং ১৪ কোটিরও বেশি পরিবারকে দিয়েছেন শুদ্ধ পানীয় জলের কানেকশন। যদিও মমতা ব্যানার্জি আমাদের রাজ্যে এ দুটিকে নিজের কৃতিত্ব বলে দাবি করে যা সম্পূর্ণ মিথ্যে।

মোদী সরকার বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত পাঁচটি পবিত্র স্থানকে যুক্ত করে পঞ্চতীর্থ গঠন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় ১১ কোটি কৃষককে ২.৮ লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছেন কৃষির উন্নয়নে। ছাত্র ও যুবদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে তৈরি করেছেন সাতটি আইআইটি, সাতটি আইআইএম, ১৫ টি এইমস এবং ৩১৫ টি মেডিকেল কলেজ। পৃথিবীর সব থেকে বড় ভ্যাকসিন প্রকল্প চালিয়ে দেশের সমস্ত মানুষকে করেছেন নিরাপদ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্থান করেছেন অনেক উঁচু। বন্ধ করেছেন নকশালবাদ এবং বড় আকারের সন্ত্রাসবাদী হামলা। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং উজ্জয়িনী মহাকাল মন্দির সমেত অনেক মন্দিরে তৈরি করেছেন বিশেষ করিডর। ইন্ডিয়া গেটে বসিয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণ অবয়ব মূর্তি। দেশের ১০০ শতাংশ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন বিদ্যুৎ পরিষেবা, যা স্বাধীনতার পর দেশে প্রথম।

বিষয়টা পরিষ্কার, নরেন্দ্র মোদী যা প্রতিশ্রুতি দেন সেটা পূরণ করেন। তাই কায়মনোবাক্যে স্বীকার করা যায় আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী যা গ্যারান্টি দেবেন তা অবশ্যই পূরণ করবেন। স্থানাভাবে মোদী গ্যারান্টির বিপুল সাগর থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু শুধুমাত্র নিচে আলোচনা করা সম্ভব হল।

১. বিনা পয়সার রেশন:-

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় প্রায় ৮১ কোটি ভারতবাসী শেষ চার বছর ধরে বিনা পয়সায় রেশন পায়। অন্তত ২০২৯ সাল পর্যন্ত বিনা পয়সায় রেশনের এই প্রকল্প অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকবে এটা মোদীর গ্যারান্টি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না কেন্দ্রের টাকায় চলা এই প্রকল্পকে মমতা ব্যানার্জি নিজের নামে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। ওনার দুর্বুদ্ধি বুঝতে পেরে ভারত সরকার রেশনের প্যাকেটে কেন্দ্রীয় লোগো এবং প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করার কথা ভাবে। মমতা ব্যানার্জি এখন বুঝতে পারছেন তাঁর মিথ্যের ফানুস ফেটে গেছে। তাই বঙ্গবাসী সত্যিটা জানতে পারবে এই ভয়ে আজকাল তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতেও শুরু করেছেন প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে।

২. বিনা পয়সার চিকিৎসা:-

দেশের অধিকাংশ পরিবার এখন পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবীমার সুবিধা অর্থাৎ আয়ুষ্মান ভারতের সুযোগ পান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সুবিধাকে রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলায় ঢুকতে দেয়নি মমতা ব্যানার্জির সরকার। তা সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি ৭০ বছরের নিচে এবং উপরে দেশের সমস্ত যোগ্য মানুষকে আয়ুষ্মান ভারতের সুযোগ দেওয়া যাতে করে চিকিৎসার অভাবে কারোর কোনোরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। যেখানে স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায় সেখানে আয়ুষ্মান ভারত অতি সহজ, সরল এবং কার্যকরী। দুর্ভাগ্য বাংলার, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে ১০ কোটি বাঙালিকে এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বঞ্চিত রেখেছেন।

৩. বিনা পয়সায় জল আর বাসস্থান:-

দেশের প্রত্যেকটি পরিবারের কাছে যাতে পাকা বাড়ি থাকে সে ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদী বদ্ধপরিকর। পশ্চিমবঙ্গ,পাঞ্জাব,তামিলনাড়ু বা কেরালার মত রাজ্য সরকারের চরম অসহযোগিতা সত্ত্বেও চার কোটি পাকা বাড়ি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে (যা এরাজ্যে মমতা ব্যানার্জি নিজের নামে চালাতে চাইছেন) দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। আগামী পাঁচ বছরে আরও তিন কোটি পরিবারকে পাকা বাড়ির সুবিধা দিতে চলেছে মোদি সরকার। স্বাস্থ্য, অন্ন, বাসস্থানের মত বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার বলে নরেন্দ্র মোদী মনে করেন। তাই জল জীবন মিশনের আওতায় (এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এটাকেও এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের নামে প্রচার করছেন) আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া নরেন্দ্র মোদির গ্যারান্টি।

৪. যুব শক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব:-

যুব এবং নারী শক্তিকে বরাবরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় মোদি সরকার। রেকর্ড সংখ্যক আইআইটি, আইআইএম, মেডিকেল কলেজ গঠন সমেত স্টার্ট আপে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় স্থানে তুলে আনা সেই গুরুত্বেরই ইঙ্গিত বহন করে। তাই নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠনের পরই মুদ্রা যোজনার আওতায় লোনের সীমা দশ লাখ থেকে বাড়িয়ে কুড়ি লাখ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জোর দেওয়া হবে গবেষণাতেও। স্বাধীনতার পর দেশে প্রথমবার এক লক্ষ কোটি টাকার অনুসন্ধান ফান্ড তৈরি করা হবে উন্নত মানের গবেষণার জন্য।

গবেষণা ও ব্যবসার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি চাকরি যুব সমাজের অন্যতম লক্ষ্য। আর সেই চাকরি এ রাজ্যে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মুড়ি মুড়কির মত। প্রাইমারি, স্কুল সার্ভিস, কলেজ বা পিএসসি নিয়োগে ব্যাপক মাত্রায় দুর্নীতি হয়েছে তৃণমূল আমলে। ক্ষমতায় আসার পরই মোদী সরকার এরকম দুর্নীতি রোধে নতুন আইন আনবে যাতে করে নিয়োগ দুর্নীতির বিষবৃক্ষ সমূলে উৎখাত করা যায়।

৫. মাতৃরূপেন সংস্থিতা:-

মহিলাদের উন্নতিকল্পে নতুন সরকার আনবে একাধিক প্রকল্প। তিন কোটি লাখপতি দিদি (যে প্রকল্পে ইতিমধ্যে এক কোটি লাখপতি দিদি তৈরি হলেও রাজ্যে তা ঢুকতে দেননি মমতা ব্যানার্জি) বা এক কোটি টাকার ৬০ হাজার গোষ্ঠী মহিলা ক্ষমতায়নকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। মহিলাদের জন্য প্রতি বাড়িতে শৌচালয় কর্মসূচির মাধ্যমে যে ক্ষমতায়নের সূত্রপাত হয়েছিল, প্রতি থানায় মহিলা সহায়তা ডেস্ক বা সংসদে মহিলা সংরক্ষণের মাধ্যমে তা আরো এগিয়ে যাবে

৬. এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত:-

মমতা ব্যানার্জি, মহম্মদ সেলিম বা রাহুল গান্ধীরা যখন দেশের অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলে তোষণের রাজনীতি করতে ব্যস্ত তখন নরেন্দ্র মোদী গোটা দেশকে এক সুতোর বাঁধতে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। সকল ধর্মের সব ভারতবাসীর জন্য একই নিয়ম অর্থাৎ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ২০২৯ সালের মধ্যে গোটা দেশে লাগু করা নরেন্দ্র মোদীর নতুন গ্যারান্টি। এছাড়া ঘন ঘন নির্বাচনের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করে ২০২৯ সালে লোকসভার সাথে সব রাজ্যের বিধানসভা ভোট করারও নিশ্চয়তা দিচ্ছে আগামী নরেন্দ্র মোদী সরকার। একই সাথে গোটা দেশের জন্য একটাই ভোটার তালিকা তৈরীর কাজ করবে সরকার। এতে করে রোহিঙ্গা সহ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে ভোটার হিসেবে দেখিয়ে ভোটলুটের দীর্ঘদিনের খেলা বন্ধ হয়ে যাবে।

৭. জয় জওয়ান জয় কিষান:-

পিএম কি সম্মান নিধি প্রকল্পে ১১ কোটি চাষী বছরে ছয় হাজার টাকা করে পান। এছাড়া রয়েছে ফসল বীমা যোজনা সুবিধা এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যা বিগত সরকারের তুলনায় অনেক দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন আগামী সরকার এই সুবিধা যথারীতি বজায় রাখবে এবং সময়ের সাথে সাথে তা আরও বৃদ্ধি করবে। গ্রামীন এলাকায় ফসল মজুত করার সুবিধা বৃদ্ধি সমেত চাষের জন্য বিশেষ স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানোর গ্যারান্টি দিচ্ছে মোদী সরকার। দুগ্ধ এবং পশুপালন শিল্পকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। পশুপালন এবং মৎস্যচাষের সঙ্গে যুক্ত চাষীদের জীবন বীমারও দায়িত্ব নেবে সরকার।

অন্যদিকে ২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং ২০১৯ সালের এয়ার স্ট্রাইকের পর ভারতীয় সেনার আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। তার উপর ভর করেই সীমানা অঞ্চলে রেল এবং সড়ক যোগাযোগকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। আগামীতে ভারত-পাক, ভারত-চীন এবং ভারত-মায়ানমার সীমান্তে সব জায়গায় যোগাযোগ এবং পরিকাঠামোর সুবিধা পৌঁছে দিতে বিজেপি সরকার বদ্ধপরিকর। ভারতের তিন বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতা দেখাতে এই সরকার এক বিন্দুও ত্রুটি রাখবে না। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সামগ্রী দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করতে এবং তিন বাহিনীর প্রতিটি সেনার সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে যাবতীয় ব্যবস্থা আগামী পাঁচ বছরে করবে বিজেপি।

৮. চরৈবেতি;পরিকাঠামোয় বিপ্লব:-

প্রতিদিন ২৮ কিলোমিটার ন্যাশনাল হাইওয়ে, সাড়ে চোদ্দ কিলোমিটার নতুন রেললাইন, কুড়িটি নতুন শহরে মেট্রো বা শেষ দশ বছরে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক তৈরির মাধ্যমে বিজেপি বুঝিয়ে দিয়েছিল পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর ভর করে তারা রাষ্ট্রহিতের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। পরবর্তী বিজেপি সরকার পরিকাঠামোয় বিপ্লব এনে তিন কোটি বাড়ীতে সোলার প্যানেল লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ তৈরীর লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে চায় সরকার। এক্সপ্রেসওয়ে এবং হাইওয়ের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি শহরকে নিজেদের মধ্যে এবং গ্রাম সড়ক যোজনার মাধ্যমে শহরগুলিকে গ্রামের সাথে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত করার কাজ আগামী পাঁচ বছরে শেষ হবে। নরেন্দ্র মোদী গ্যারান্টি দিচ্ছেন ২০৩০ সালের মধ্যে ওয়েটিং লিস্ট টিকিটের সমস্যা সম্পূর্ণরূপে শেষ করা হবে। বন্দে ভারত স্লিপার কোচের ব্যবস্থাও আগামী কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। গোটা দেশে মোট তেরশো স্টেশনকে বিশ্বমানের উন্নত করা হচ্ছে। প্রতিবছর পাঁচ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি নতুন রেললাইন তৈরির মাধ্যমে ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় রেল নেটওয়ার্কে পরিণত হবে। উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে তৈরি হবে বুলেট ট্রেনের নেটওয়ার্ক। পাশাপাশি পূর্বোদয় যোজনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সমেত গোটা পূর্বভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

৯. বিশ্বগুরু ভারত:-

জি-২০ সম্মেলনের অভূতপূর্ব সাফল্য ভারতের সাথে অবশিষ্ট বিশ্বের সুদৃঢ় বৈদেশিক সম্পর্কের একটা ছোট্ট নিদর্শন। পরবর্তী পাঁচ বছরে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে গোটা বিশ্বকে সচেতন করা, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিটি দেশের সঙ্গে সমুদ্রযোগ বৃদ্ধি করা, যোগ এবং আয়ুর্বেদকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা, ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীকে বিদেশ থেকে ভারতে ফেরত আনা এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের স্থান আরো উঁচুতে তোলার বিষয় আগামী সরকার দিনরাত কাজ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১০. ডিজিটাল ইন্ডিয়া; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়গান:-

নরেন্দ্র মোদী যখন প্রথম ডিজিটাল ভারতের কথা বলেছিলেন তখন বিরোধী দলের নেতারা তাঁকে নিয়ে মজা করতে একটুও পিছুপা হননি। আজ ইউপিআই, ৫০ কোটি নতুন ব্যাংক একাউন্ট, বিগত সরকারের তুলনায় অনেক কম মূল্যের সুপারফাস্ট ইন্টারনেট, অজস্র স্যাটেলাইট আর উন্নততর পরিষেবার মাধ্যমে ভারত প্রকৃত অর্থেই ডিজিটাল। এদিকে চন্দ্রযান পৌঁছে গেছে চাঁদের মাটিতে আর আদিত্য সূর্যের কাছে। মহাকাশ ও পরমাণু গবেষণায় ভারত আজ বিশ্বের প্রথম সারিতে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি এখানেই থেমে থাকবে না। আগামী সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ভিত্তিতে আরো সুদৃঢ় করবে। মহাকাশে পাঠানো হবে গগনযান, তৈরি হবে ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের জন্য তৈরি করা হবে নির্দিষ্ট নীতি। জোর দেওয়া হবে সাইবার সিকিউরিটিতে।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ইশতেহারে পাইয়ে দেওয়া আর তোষণের রাজনীতি ছাড়া কিচ্ছু নেই। দেশ এবং সমাজের উন্নয়ন সেখানে একবিন্দুও স্থান পায়নি। পাশাপাশি সিপিএমের ম্যানিফেস্টো একশো শতাংশ দেশদ্রোহিতা এবং হিন্দু বিরোধীতায় পরিপূর্ণ। অন্যদিকে বিজেপির সংকল্পপত্র তথা মোদির গ্যারান্টি পেপার দেশ আর দেশের মানুষের ভালোর কথা বলছে। স্বাধীনতার ইতিহাসে এই প্রথমবার ক্ষমতাশীল কোন সরকার পরবর্তী পঁচিশ বছরের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে নির্বাচনে যাচ্ছে। ২০৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীনতার একশো বছর উদযাপন করবে তখন ভারত যাতে জগতসভার শ্রেষ্ঠ আসনে বিরাজ থেকে তা করতে পারে সেটাই নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘকালীন লক্ষ্য। স্বাধীনতার একশো বছরে দেশকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ করা তাই মোদীর গ্যারান্টি।

হাস্যকর প্রলাপ

কংগ্রেস-সিপিএমের নির্বাচনী ইশতেহার

বিনয়ভূষণ দাশ

কংগ্রেস – সিপিএমের নির্বাচনী ইশতেহার একসঙ্গে এক মঞ্চে প্রকাশ করা গেলনা অথচ একই দিনে, একই সুরে বাঁধা ইশতেহার প্রকাশের পর কেরলে গিয়ে রাহুল বিজেপির সঙ্গে বামেদের বোঝাপড়ার অভিযোগ করছেন। পাল্টা রাহুলকে 'আমূল বেবী' বলছেন বিজয়ন। অথচ কলকাতায় অধীরকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন বিমান বসুর, যেখানে কেরল কংগ্রেস ও সিপিএমের লড়াই নিয়ে দুজনেই চুপ। অস্তিত্ব সঙ্কটে থাকা কংগ্রেস-সিপিএম কি আদৌ নির্বাচনে কোন টক্কর দিতে চাইছে নাকি বেঁচে থাকতে চাইছে শুধু?

বহু জল্পনা-আলোচনা-বৈঠক শেষে পশ্চিমবঙ্গের দুই জোট প্রতিনিধি তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। যদিও কংগ্রেস এবং সিপিএম আলাদা আলাদাভাবে তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে; তবুও ইশতেহার দুটি দেখলে মনে হয়, ভারতের বাইরের কোন শত্রু দেশ বোধহয় দুটি দলের ইশতেহার দুটি লিখে দিয়েছে। আর তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে ইশতেহার দুটি প্রকাশ করেছে যথাক্রমে সোনিয়া গান্ধী -রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস এবং সীতারাম ইয়েচুরি-সুজন চক্রবর্তীদের সিপিএম।

গত ৪ এপ্রিল শুক্রবার নতুন দিল্লীতে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, পি চিদম্বরম , কে সি বেনুগোপাল ইত্যাদি নেতাদের উপস্থিতিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে দলের এই ইস্তেহারটি প্রকাশ করেন। ইস্তেহারটির একটি গালভরা নামও তাঁরা দিয়েছে, ' ন্যায় পত্র'। এই ইস্তেহারে যা কিছু দেশের পক্ষে ক্ষতিকর তেমন অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সারা দেশব্যাপী সামাজিক-আর্থিক জাতিগত জনগণনা করা হবে, কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মুল্যের আইনি গ্যারান্টি নিশ্চিত করা হবে, ৫০% এর বেশী সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য সংবিধান সংশোধন করা হবে, ৩০ লক্ষ নতুন সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে যুবকদের ইত্যাদি। এহ বাহ্য !ওই ন্যায় পত্রে ঘোষণা করা হয়েছে, সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্তির প্রকল্প ' অগ্নিপথ প্রকল্প' বাতিল করা হবে। জাতি নির্বিশেষে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য ১০% সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। আর ওই ন্যায় পত্রে আরও ২৫ ধরনের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। ওই পত্রে আরও পাঁচ কিসিমের 'ন্যায়' ঘোষণা করা হয়েছে। একে বলা হয়েছে, 'ন্যায়ের স্তম্ভ'। আর খার্গে ঘোষণা করেছেন, এই ব্যবস্থার দ্বারা নাকি কংগ্রেস কৃষক, দরিদ্র নাগরিক, শ্রমিক, মহিলা এবং বঞ্চিতদের জন্য 'উন্নয়নের বন্ধ দ্বার' খুলে দেবে।

তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে,জম্মু ও কাশ্মীরকে তার পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবে। আর রাহুল বলেছে, এই নির্বাচন হল যারা সংবিধান ধ্বংস করতে চাইছে তাঁদের সাথে যারা সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষা করতে চাইছে তাঁদের মধ্যে লড়াই। যদিও সংবিধান ধ্বংস করা এবং বার বার সংবিধান সংশোধন করার প্রধান দাবিদার তাঁদের কংগ্রেস দল। এছাড়া আরো অনেক গালভরা তথাকথিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এই পত্রে। তাঁরা তাঁদের ম্যানিফেস্টোতে বলেছে, তাঁরা আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের ভাবমূর্তি শোধরানোর চেষ্টা করবে।

তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, বিজেপি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সময়েই দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি সবচেয়ে উজ্জ্বল। পৃথিবীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশের সমীহ আদায় করে নিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার।প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে এখন সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো। আর্থিক ক্ষেত্রেও ভারত প্রভূত উন্নতি করেছে; দেশ এখন আন্তর্জাতিক স্তরে পঞ্চম অর্থনীতির দেশ। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস রাজত্বের অবাস্তব বিদেশনীতির পরিবর্তে এখন দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক, বাস্তববাদী নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষার ক্ষেত্রেও বাস্তববাদী নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গ বাদে কাশ্মীর সহ অন্যান্য রাজ্যে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

মিথ্যাচার এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, কংগ্রেস তাঁদের এই ম্যানিফেস্টোতে এমনকি ভারতের একটি নদীর নাম করে নিউ ইয়র্কের

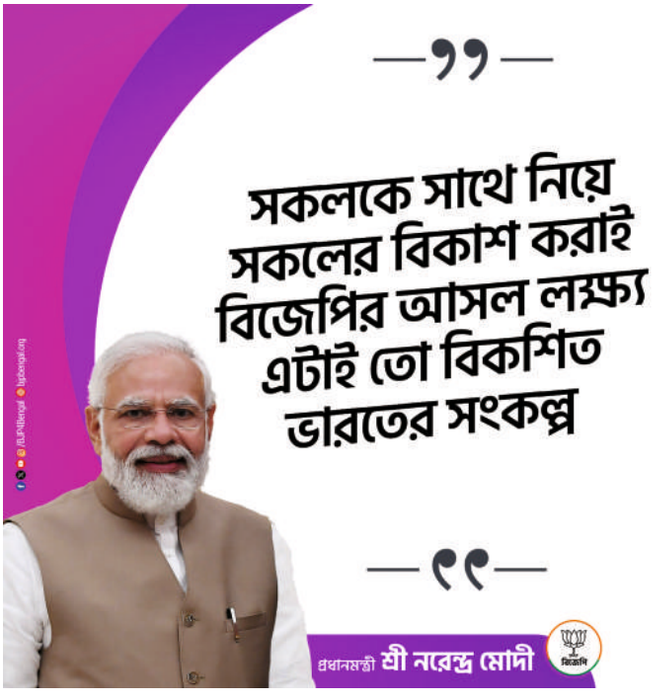

বাফেলো নদীর ছবি দেখিয়েছে এবং পর্যাবরণের কথা বলতে গিয়ে রাহুল গান্ধীর প্রিয় থাইল্যান্ডের একটি অঞ্চলের ছবি প্রকাশ করেছে ঐ ম্যানিফেস্টোতে। তাঁরা মানুষের কাছে আবেদন করা করেছে,একটা গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের। বস্তুত, কংগ্রেস প্রকাশিত এই তথাকথিত 'ন্যায়পত্র' পড়লে বোঝা যায়, কংগ্রেস তাঁদের দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছরের রাজত্বে দেশের মানুষের সাথে শুধু অন্যায়ই করে গেছে; এখন তাঁদের তাই ন্যায়ের প্রতিশ্রুতির বাগাড়ম্বর করতে হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করার মত বিষয় হল, কংগ্রেসের দেওয়া প্রতিশ্রুতির মধ্যে অনেকগুলিই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার চালু করে দিয়েছে; আরও অনেক নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদীজি বলেই দিয়েছেন, যা করেছি তা ট্রেলারমাত্র; আমরা আমাদের দেশকে আরও অনেক দূর নিয়ে যাব বলে প্রতিশ্রুত। ২০৪৭ সালের মধ্যে আমরা দেশকে উন্নতদেশের পর্যায়ভুক্ত করে তুলব । কংগ্রেসের পক্ষে আর নতুন করে কোন সামাজিক-আর্থিক প্রকল্প নেওয়ার সুযোগ নেই। দেশের মানুষকে কংগ্রেস আর ভুল বোঝাতে সক্ষম হবে না।আর তাঁরা তাঁদের দীর্ঘ রাজত্বে সেসব কিছুই করেনি মিথ্যে বাগাড়ম্বর ছাড়া।

এবারে আসি সিপিএম দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়ে। তাঁরাও তাঁদের নির্বাচনী 'ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের সঙ্গে একই দিনে। তাঁদের ম্যানিফেস্টোর মূল কথাই হল, বিজেপি ও তার সহযোগীদের পরাস্ত কর আর আমাদের ও অন্য বাম দলগুলির শক্তিবৃদ্ধি কর আর কেন্দ্রে একটা তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ সরকার' গঠন কর। সেই একই প্রতিশ্রুতির চর্বিতচর্বণ আর কি! তাঁদের মতে, মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে দেশ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে!! বিজেপির আমলে নাকি দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা, আর্থিক স্বাধীনতা ইত্যাদি ভীষণ সংকটের মুখে। দেশে নাকি সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে মুসলিমরা অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। সিপিএম নাকি কেরালার ধাঁচে কেন্দ্রে একটা বিকল্প সরকার গঠন করতে চায়।

ওঁরা অবশ্য কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও তার কন্যা বীণা বিজয়নের কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির কথা বেমালুম চেপে গেছে! ওঁরা সিএএ আইনটিও বাতিল করবে বলে উল্লেখ করেছে। সিপিএম দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬% এ নিয়ে যেতে চেয়েছে; ওঁরা বোধহয় জানেই না, ভারতে জি ডি পি বৃদ্ধির হার কবেই ৬% অতিক্রম করেছে। এই দলটি জম্মু ও কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা আবার পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর প্রতিশ্রুতি হল, তাঁরা দেশের পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করতে চেয়েছে; আমাদের দেশের শত্রু চিন ও পাকিস্তানের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে চেয়েছে। ইসরায়েলের সাথে সমস্ত সম্পর্কছেদ করতে চেয়েছে ও প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছে। পাকিস্তানের সাথে আবার কথাবার্তা শুরু করতে চেয়েছে। ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। অবশ্য ওদের কাছে এর থেকে বেশী কি প্রত্যাশা করা যায়!

কংগ্রেস ও সিপিএমের নির্বাচন ঘোষণাপত্র দুটি ভাল করে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, দেশবিরোধী পাকিস্তান ও চীনের মুখ চেয়েই তাঁরা তাঁদের ম্যানিফেস্টো তৈরি করেছে। আর নানান মিথ্যায় ভরা এই ঘোষণাপত্রটি ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেবার ঘোষিত আহ্বানপত্র। তাছাড়াও তাঁদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রটি বিভাগপূর্ব ভারতের ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে ঘোষিত মুসলিম লীগের 'লাহোর রেজোল্যুশনের' সাথে একবারে হুবহু মিলে যায়। এইদল দুটি তাঁদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশ বিভাজনকারী মুসলিম লিগের চিন্তাভাবনাগুলি আজকের ভারতবাসীর উপর চাপাতে চায়। আর কংগ্রেস যে কতটা মিথ্যেবাদী তা বোঝা যায়, যখন সে উল্লেখ করে যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিল। বাস্তব হল, ডঃ মুখোপাধ্যায় আবুল কাশেম ফজলুল হকের নেতৃত্বে 'কৃষক প্রজা পার্টি - ফরওয়ার্ড ব্লক - হিন্দু মহাসভার' যৌথ মন্ত্রীসভা যা 'প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা' বা 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত সেই মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেস দলও তাহলে দিল্লির টুকরে গ্যাঙয়ের অনুপ্রেরণাদাতা অধ্যাপক

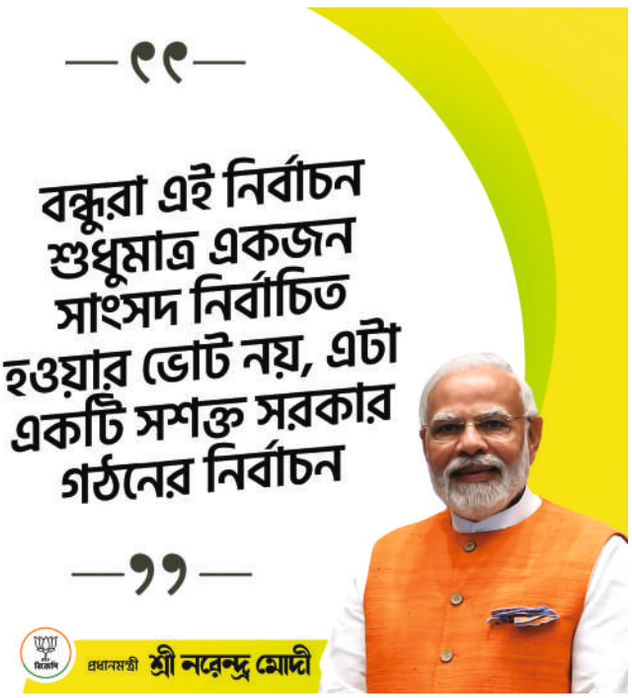

সামসুল ইসলামের খপ্পরে পড়ে গেল ! কংগ্রেস ও বামেরা ইতিহাসে এত অজ্ঞ! আর জয়রাম রমেশ এত অজ্ঞ তা জানা ছিলনা। উনি নাকি আইএএস অফিসার ছিলেন!

যাইহোক, চল্লিশের দশকের (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের) মুসলিম লিগের ম্যানিফেস্টোর সাথে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে ২০২৪ লোকসভার প্রাক্কালে কংগ্রেস এবং সিপিএমের ম্যানিফেস্টোর। মুসলিম লিগ সেই সময় বলেছিল, শরিয়া ও মুসলিম ব্যক্তিগত আইন তাঁরা রক্ষা করবে। এবারের ম্যানিফেস্টোতে কংগ্রেস ঘোষণা করেছে, কংগ্রেস দেখবে, মুসলিমদের ব্যক্তিগত আইনগুলি যাতে রক্ষিত হয়। অথচ , বর্তমান বিজেপির সরকার সকল দেশবাসীর জন্য একই আইন বা অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রণয়ন করতে বদ্ধপরিকর । ওই সময়কার লিগের ওই ইশতেহারে বলা হয়েছিল, তাঁরা সংখ্যাগুরুবাদের বিরুদ্ধে লড়বে; আর কংগ্রেস বলেছে, ভারতে সংখ্যাগুরুবাদের কোন স্থান নেই। অথচ তাঁরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দাবী মেনে ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। সেই সময় মুসলিম লীগ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাঁরা স্কলারশিপ ও চাকুরিতে বিশেষ অধিকারের জন্য লড়বে; এখন কংগ্রেস বলেছে, তাঁরা দেখবে যাতে মুসলিমরা স্কলারশিপ পায়।

কংগ্রেস ও সিপিএমের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ভালো করে অনুধাবন করলে বোঝা যায়, তাঁরা ভারতকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, দেশকে আবার প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের সাম্প্রদায়িক হানাহানি, বিভাজন ও উন্নয়নহীনতার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং কংগ্রেসের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, It is nothing more than a cheque on a crashing bank.

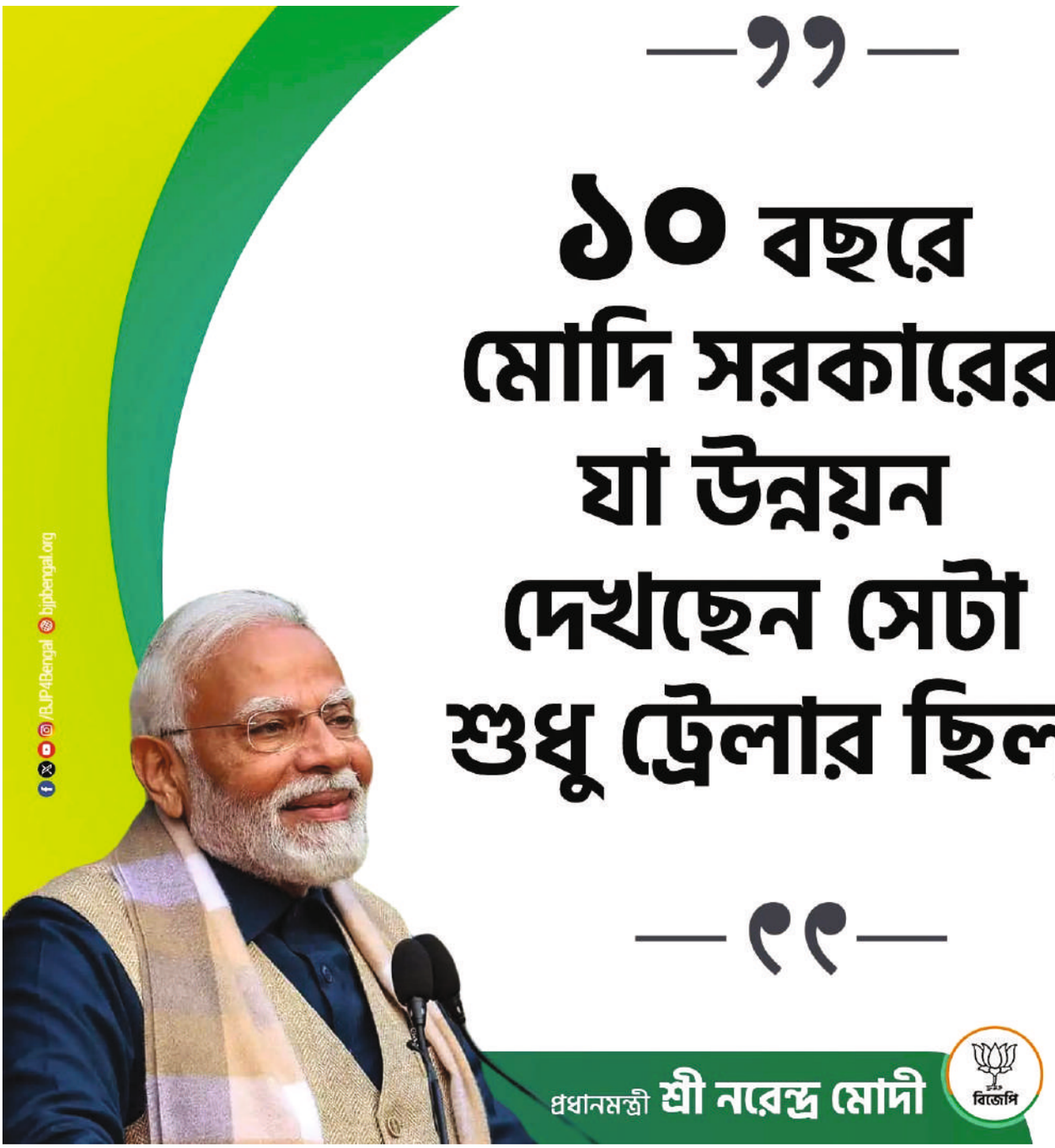

হীরক রানির
কুকীর্তি
গল্প হলেও সত্যি

পর্ব – ৫

গরীবের টাকা লোটে হীরক রানি

ছবিতে খবর

মালদা দক্ষিণ লোকসভায় বিশেষ নির্বাচনী বৈঠকে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী, রাজ্য বিজেপি পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বালুরঘাট শহরে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি প্রার্থী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

প্রাচীন অমৃতি শিব মন্দিরে পুজো দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে মালদা দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী।

সিউড়ি শহরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

রাম নবমীর শোভাযাত্রায় বহরমপুর ও বসিরহাটে গেরুয়া সুনামি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির রায়গঞ্জের জনসভায় মানুষের ঢল।

বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী এবং খগেন মুর্মুর সমর্থনে মালদায় বিজয় সংকল্প সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নববর্ষের শুভ দিনে গড়িয়াহাট মোড়ে জনসংযোগের মুহূর্তে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী।

পূর্বস্থলীর কালিতলা মোড় বাজারে নির্বাচনী পথসভায় পূর্ব-বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবিয়াল অসীম সরকার।

ছবিতে খবর

নির্বাচনী প্রচারে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগার।

সিএএ-র সমর্থনে কল্যাণী বিধানসভার চাঁদমারি-যোগেন্দ্রনাথ-কলোনি, কল্যাণী সীমান্ত এলাকায় অভিনন্দন যাত্রায় বনগাঁ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর।

রঘুনাথপুর গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে ঝাড়গ্রাম লোকসভার বিজেপি প্রার্থী ডঃ প্রণত টুডু।

লালগোলায় জনসংযোগে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ধনঞ্জয় ঘোষ।

জনসংযোগ কর্মসূচিতে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

ভোরবেলায় উত্তরপাড়ার সিএ ময়দানে প্রাতঃভ্রমণকারীদের সঙ্গে আলাপচরিতায় শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বোস।

বালুরঘাট লোকসভায় নরেন্দ্র মোদী বিজয় সংকল্প সভায় উচ্ছসিত জনতা।

নির্বাচনী প্রচারে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল।

নির্বাচনী প্রচারে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস।

জনসংযোগের ফাঁকে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দ্র সিংহ অহলুওয়ালিয়া।

নববর্ষের সকালে আলমগঞ্জের বাবা বর্ধমানেশ্বরের পূজা সেরে বেরিয়ে আসছেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

ছবিতে খবর

দিনহাটায় কোচবিহার লোকসভার প্রার্থী শ্রী নিশীথ প্রামাণিকের সমর্থনে বিজয় সংকল্প সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডঃ জয়ন্ত কুমার রায়-এর সমর্থনে ময়নাগুড়ি শহরে মিঠুন চক্রবর্তীর রোড-শো।

বালুরঘাটে অমিত শাহের বিজয় সংকল্প সভায় জনতার উচ্ছ্বাস।

জলপাইগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিজয় সংকল্প সভয় মানুষের ঢল।

দার্জিলিং লোকসভার বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তার সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর।

নির্বাচনী প্রচারে বালুরঘাট কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

নির্বাচনী প্রচারে তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সন্দেশখালির বর্ষবরণ শোভাযাত্রায় বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র।

কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিজয় সংকল্প সভায় জনতার গর্জন।

শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক ও সরোজিনী নাইডু, ১৯৪১, কলকাতা।

‘হিন্দু ও মুসলমান ভারতমায়ের দুই হাত’ বলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ

সৌমক পোদ্দার

নেহরুর ক্যাবিনেট ছেড়ে বেরিয়ে আসা, মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কমবয়সি উপাচার্য, যার আমলে আশি বছরের ইংরেজির একাধিপত্য ভেঙে বাংলা মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হয়, যার উদ্যোগে ১৯৩৭ সালে প্রথম বাংলা ভাষায় সমাবর্তনী ভাষণ দিয়েছিলেন কবিগুরু সেই শ্যামাপ্রসাদকে বুঝতে হবে নির্মোহ তথ্যে। ধামাধরা আবেগে নয়।

"ভারতবর্ষ যেদিন স্বাধীন হবে, সেদিন আপনাকে ও সুভাষবাবুকেই সবার আগে মনে পড়বে। আপনারাই হবেন এদেশের পতাকার নায়ক"- বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল এইভাবেই শ্রদ্ধার্পণ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিংশ শতকের ভারত মনীষা। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, বিংশ শতাব্দীর কতিপয় বঙ্গমনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষা তিনি। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে নিযুক্তি। পরবর্তীতে ভারতীয় রাজনীতির দিক পরিবর্তনের স্রষ্টা এই মহামানব- 'জনসংঘ' স্থাপয়িতা। স্বাধীন ভারতবর্ষের শিল্প পরিকাঠামো নির্মাণের অন্যতম কারিগর। তথাপি ভারতবাসীর মনে তিনি বিস্মৃত। এর কারণ অবশ্যই তাঁকে ঘিরে, একশ্রেণীর কুচক্রী ইতিহাসবেত্তাদের মিথ্যা, অপভ্রংশ ব্যাখ্যা। মিথ্যার আবরণে অবগুণ্ঠিত তাঁর চরিত্র। 'সাম্প্রদায়িকতা' - তাঁর নির্মল ও নির্ভীক জীবনে কালিমা লেপনের আরো এক অপচেষ্টা।

এই অপচেষ্টা এক প্রকার ইতিহাস বিকৃতিরই নামান্তর। শ্যামাপ্রসাদের অস্তিত্বকে বিলোপ করার প্রচেষ্টা। 'সাম্প্রদায়িক' শ্যামাপ্রসাদ পরিচিতি কতখানি মিথ্যা- তা শ্যামাপ্রসাদের সম্পূর্ণ জীবনধারা পর্যালোচনা করলে তা অতি সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায়। শ্যামাপ্রসাদ অনুজ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, ".....অনেকেই তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে তাঁর ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেন। শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিকথা, দিনলিপি ও শেষজীবন পড়লে এ ভুল কারো হবার কথা নয়"। সত্যি, তাঁর জীবন অসাম্প্রদায়িকতার এক মূর্ত নিদর্শন।তিনি ছিলেন ভারতের জাতীয় নেতা। তিনি ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর লেখা ও বক্তৃতা থেকে জানতে পারি তিনি ধর্ম ও জাতপাতের নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন জনতার নেতা।

১৯৩৭ সালের ১৭ই আগস্ট শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে বলেছিলেন - " There is the same God for the Hindu as for the Muslim," A rejuvenated India found an Akbar to put

an end to political chaos and social disharmony and a Shah Jahan to dream a dream in marble the like of which is not to be met in the world."শ্যামাপ্রসাদ ভারতের ধর্মীয় ইতিহাস অত্যন্ত নিবিড়ভাবে চর্চা করেছেন ও আত্মস্থ করেছিলেন যার কারণে তাঁর সময়ে ধর্মের জিগির তুলে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছিল তাঁর বিরুদ্ধে তিনি আওয়াজ তুলেছিলেন। ধর্ম কখনো জাতপাত বা বর্ণের বিচার করে না। সব ধর্মেরই এক বাণী। সে বাণী মানবতার।

১৯৩৯ সালে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা যখন গঠিত হয়।তখন শ্যামাপ্রসাদ তাঁর অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োজিত হন। তিনি মন্ত্রীপদে আসীন হয়েই প্রায় দু'লাখ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার্থে।এই বরাদ্দ অর্থ থেকেই তিনি নজরুলকে সাহায্য করেছিলেন। নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চিকিৎসার মুখ্য দায় শ্যামাপ্রসাদ নিজের কাঁধে তুলে নেন। এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আহমেদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন- " আসলে ড. মুখার্জীই সবকিছু করতেন। টাকাটা উনি জোগাড় করে দিচ্ছিলেন।...নজরুলের কবিত্বশক্তির প্রতি তিনি সর্বদাই শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।" পল্লীকবি জসীমউদ্দীনও তাঁর ছাত্রাবস্থায় শ্যামাপ্রসাদের অর্থানুকূল্য লাভ করেছিলেন। এবং জসীমউদ্দীন সকৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণও করেছেন। এছাড়াও অনেক মেধাবী মুসলমান ছাত্রকে তিনি উপাচার্য হিসাবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সেকথা লিখেছেন মোহম্মদ মোদাব্বের।

ঢাকার নবাব পরিবারের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের সুসম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত। ঢাকার নবাব পরিবারের কন্যা নবাবজাদী পেরিবানো বেগম তাঁর কন্যার 'নওয়াসা'বা সাধ অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভোপালের নবাব তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েই আশুতোষ কলেজের উন্নতিতে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান পাঠিয়েছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ কখনোই মুসলিম বিরোধী ছিলেন না, ছিলেন মুসলিম লীগ বিরোধী। মাদুরাইতে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪০-এ অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুব সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা আমাদের লক্ষ্যপ্রাপ্তির বিরুদ্ধে একটি সদাবর্ধমান বাধারূপে দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করা এমনকী মুসলিম লীগের সভাপতিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ পর্যন্ত অর্পণ করতে চাইলেও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ফিরিয়ে আনা যাবে না। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের বিরোধীতা করেও তিনি বলেছিলেন -" ভারতকে টুকরো করে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা মেটানো যাবে না।....রাজনীতির দিক থেকে গোটা ভারতবর্ষের জন্যে এটা ধ্বংস ডেকে আনবে।" হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন,তারা (হিন্দু ও মুসলমান) যেন নিজেদেরকে মনে না করে দুই পৃথক জাতির অন্তর্গত বলে, যারা বন্ধুর মতো একসাথে বসবাস করতে পারে না,বরং তারা যেন নিজেদেরকে দেখে এক মহিমাময়ী মায়ের দুই হাতরূপে, যে হাতদুটি তাদের শক্তি ও একতার গুণে মায়ের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা করবে"।

অনেকেই বলে থাকেন, শ্যামাপ্রসাদ সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন। এপ্রসঙ্গে, একটি কথা বলার তা হলো হিন্দু মহাসভা কি সাম্প্রদায়িক ছিল!!১৯৩৯ সালে হিন্দু মহাসভার একুশতম অধিবেশনে বিনায়ক দামোদর সাভারকর বলেছিলেন,"...এটা হিন্দু ধর্ম মহাসভা নয়, হিন্দু জাতীয় মহাসভা। সংবিধান অনুসারে সংস্থা কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায় না। তবে হিন্দু জাতীয় সংগঠন হিসাবে মহাসভা অহিন্দুদের আক্রমণের সম্মুখীন যেকোন হিন্দুস্তান জাত সম্প্রদায়কে অহিন্দুদের হাত থেকে রক্ষা করবে।"আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এই হিন্দু মহাসভারই একদা সভাপতি হয়েছিলেন বৌদ্ধ সমাজের প্রতিনিধি ভিক্ষু উত্তম।শ্যামাপ্রসাদ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি পদে আসীন ছিলেন আমৃত্যু। ১৯৪৩-এর ভয়াবহ মন্বন্তরে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে যে ত্রাণকার্য চলেছিল তাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত লক্ষ লক্ষ মুসলমান রক্ষা পেয়েছিল।সেইসময় তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীও দ্বিধাহীনভাবে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মারা যেত। এই কারণেই সম্ভবত ফজলুল হক শ্যামাপ্রসাদকে উদার হিন্দু মহাসভার নেতা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ প্রকৃতপক্ষে তোষণনীতির বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের তোষণমূলক নীতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি কখনোই নীতির সঙ্গে আপস করেন নি। ১৯৪০-এর কলকাতার পুরসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন না করা, অধ্যাপক অচিন্ত্য মাইতির মতে, শ্যামাপ্রসাদের Political ethics, নীতিনিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক অনুশাসনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ যখন সুহরাবর্দির নেতৃত্বে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর ডাক দিয়েছিলেন তখন শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেছিলেন, '"এটাকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বলা চলবে না - এটা হল ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাঁচার লড়াই"।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু যখন শ্যামাপ্রসাদকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে অভিহিত করেছিলেন তখন তাঁর প্রত্যুত্তরে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, "যদি নিজের দেশকে ভালোবাসা, অপর সম্প্রদায়ের কোনও অহিত চিন্তা না করা, এক হাজার বছর পরে যে ভারত স্বাধীন হয়েছে তার ত্রিশ কোটি হিন্দুকে একতাবদ্ধ করা, হিন্দুধর্মের পরিপূর্ণ আদর্শে- যে আদর্শের অনুগামী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ- সেই আদর্শে আমাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রয়াস যদি সাম্প্রদায়িকতা হয় তাহলে আমি নিজেকে সাম্প্রদায়িক বলে ভাবতে গর্ব অনুভব করি।"

জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার দিনেও শ্যামাপ্রসাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল অসাম্প্রদায়িকতার সুর- ' জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতের সকল নাগরিকের কাছে আমাদের দলের প্রবেশপথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আমরা যেহেতু স্বীকার করি যে রীতি, প্রকৃতি,ধর্ম ও ভাষায় ভারত আমাদের এক অনুপম বৈচিত্র্যময়তা উপহার দিয়েছে, সেহেতু জনগণের অবশ্যকরণীয় কাজ হলো মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভক্তিতে আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ

হয়ে বাস করা। ...জাতি ও ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘু রাজনীতিকে উৎসাহ যোগান যেহেতু বিপজ্জনক, ভারতের বিশাল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষের কর্তব্য হবে সকলকে, যারা প্রকৃতই মাতৃভূমির প্রতি অনুগত, তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দেওয়া যে তারা আইনত পূর্ণ সুরক্ষা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সকলক্ষেত্রে সমান আচরণ লাভের অধিকারী। আমাদের দল এই অকপট প্রতিশ্রুতি দেয়"। এরপরেও শ্যামাপ্রসাদ 'সাম্প্রদায়িক'!!!। ইতিহাসই একদিন তার উত্তর দেবে।

সুশাসনের জন্য

এটাই হলো মোদীর গ্যারান্টি

- ইউনিফর্ম সিভিল কোড কার্যকর করা হবে
- এক দেশ, এক নির্বাচন বাস্তবায়ন হবে

আরও একবার মোদী সরকার

পদ্ম চিহ্নে ভোট দিন বিজেপিকে জয়ী করুন

রামের মিছিলে জেহাদি হামলা

১৯৪৬ - ২০২৪ বাঙালি কতটা সুরক্ষিত এই রাজ্যে?

স্বাতী সেনাপতি

এগিয়ে বাংলায় – আবার আক্রান্ত রামের মিছিল রামনবমীর দিনে। বাদ গেলনা গাজন সন্ন্যাসীরাও। নির্দিষ্টভাবে হিন্দু উৎসবগুলিকে টার্গেট করে, বারবার তাতে হামলা করে একটা ধরন তৈরি করার চেষ্টা চলছে এই রাজ্যে। দুর্গাপূজা, গাজন, রাম নবমীতে হামলা, হিন্দু মন্দির ভাঙচুরের মত আপাত ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ঘটনার আড়ালে যে বড় কিছু হওয়ার সলতে পাকছে না তা কে বলতে পারে?

প্রসাদ বাগদিকে চেনেন নাকি? চেনার কথা অবশ্য নয়। হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে গিয়ে এই রাজ্যে যদি কোনোও তরতাজা যুবক তার প্রাণ বলিদান দেয় তার খবর অবশ্য কোথাও দেখানো হয় না। এমনই এক হতভাগ্য যুবক প্রসাদ বাগদি। মুর্শিদাবাদের শক্তিপুরে রাম নবমীর শোভাযাত্রায় হামলা চালায় জেহাদিরা। জেহাদিদের বোমার হামলায় জখম হয় বহু। গুরুতর অবস্থায় প্রসাদ বাগদিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরে তাঁর মৃত্যু হয়। শুধু মুর্শিদাবাদের শক্তিপুরে নয়, রাম নবমীর শোভাযাত্রায় একাধিক জায়গায় হামলা চালানো হয়। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর, পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় হামলা চালানো হয়। বিজেপি প্রার্থীদের একাধিক জায়গায় রাম নবমীর উৎসবে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয়। বীরভূমের প্রার্থী দেবাশীষ ধর, বারাসাতের প্রার্থী স্বপন মজুমদারকে অন্যায়ভাবে আটকানো হয়। এবার জেহাদীদের আক্রমণ থেকে বাদ যাননি গাজন সন্ন্যাসীরও। বেলডাঙায় ডায়মন্ড হারবারের সরিষার হিন্দুদের উপর আক্রমণ, বেলডাঙায় গাজন সন্ন্যাসীদের উপর হামলা, মির্জাপুর তেলিপাড়ায় শিব মন্দির ভাঙচুর, মজলিশপুরে কালী মন্দির ধ্বংস, বেলডাঙার কুমারপুর শিব মন্দির ভাঙচুর, হিন্দু দোকানে ভাঙচুর চালানো হয়।

এই সকল ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছিলাম? সরকার দ্রুততার সঙ্গে হিন্দুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা না করে দ্রুততার সঙ্গে এলাকায় ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া যাতে খবর বাইরে না যেতে পারে এবং কেউ বা কারা যদি দৈবাৎ

মুর্শিদাবাদে রামনবমীর মিছিলে বোমা, আহত ২০।

শক্তিপুরে রামনবমীর মিছিলে দুষ্কৃতি হামলা।

সামাজিক নেট মাধ্যমে এই সংক্রান্ত কিছু পোষ্ট করে তাহলে তাদের পুলিশি হেনস্থা করা। অবশ্য পুলিশ প্রশাসনকেই বা দোষ দিই কি করে? যেখানে খোদ পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় যেখানে হিন্দুদের দাঙ্গাবাজ বলে দাগিয়ে দেন, রাম নবমীর শোভাযাত্রাকে সাম্প্রদায়িক উস্কানি বলেন আর নিজে ইফতারের পার্টিতে ফলাও করে যান আর ঈদের নামাজ পড়েন সে হেন রাজ্যে যে এরকম পরিস্থিতি হবে বলাই বাহুল্য। দিদির কাছে যে ২৭% ভোটটা বড্ড প্রিয়। এই ২৭% এর জন্য তিনি রাজ্যের সকল হিন্দুকে বলি দিতেও রাজি আছেন!

বেলডাঙ্গার তেলিপাড়াতে বাড়িঘর ভাঙচুর।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট - হিন্দু নিধন যজ্ঞের নাম দ্যা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। ১৯৪৬-এর ১৬, ১৭, ১৮ আগস্ট তিন দিন ধরে সারা কলকাতা জুড়ে চললো মুসলিম লীগের পরিকল্পিত গণহত্যা। ওই সময় কলকাতায় ছিলেন এক বিদেশি সাংবাদিক, নাম— ফিলিপ ট্যালবট্। তিনি "ইনস্টিটিউট অব্ কারেন্ট ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স" -এর প্রধান ওয়াল্টার রজার্সকে লিখলেন,

"ভারতের বৃহত্তম এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরটা (কলকাতা) যেন লিপ্ত রয়েছে নিজেকে নরখাদকে পরিণত করতে। শহরের সমস্ত রাস্তার দোকানগুলির একটিরও দেওয়াল বা দরজা আস্ত নেই। লুঠ হয়েছে সব দোকান। আর গুন্ডারা যেগুলোকে লুঠ করতে পারে নি, সেগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রাস্তায়। আর চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের লাশ। টাটকা লাশ, গরমে পচা লাশ, অঙ্গহীন লাশ, থেঁতলে যাওয়া লাশ, ঠেলা গাড়িতে জড়ো করা লাশ, নর্দমায় লাশ, খালি জায়গায় গাদা হয়ে থাকা লাশ, শুধু লাশ আর লাশ। শুধু ৩৫০০ লাশ সংগ্রহ করে গোনা হয়েছে, আর কত লাশ যে হুগলি নদীতে ভেসে গেছে, কত হাইড্রেনে আটকে আছে, কত লাশ যে ১২০০ জায়গায় দাঙ্গার আগুনে পুড়ে গেছে, কত লাশ যে তাদের আত্মীয়রা তুলে নিয়ে গিয়ে সৎকার করেছে, এর সংখ্যা বলতে পারবে না কেউই।" সরকারি হিসেবে ৭ হাজার থেকে ১০ হাজার মানুষ খুন হয়েছিলেন।

রাম নবমী থেকে হনুমান জয়ন্তী, গাজনের মেলা থেকে দুর্গাপূজার বিসর্জনের শোভাযাত্রা - বেছে বেছে হিন্দু উৎসবগুলিতে যেভাবে হামলা করা হচ্ছে সাম্প্রতিক অতীতে তা দেখলে মাঝে মাঝেই গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ে হিন্দু নিধন যজ্ঞের কথা মনে পড়ে যায়। নির্দিষ্টভাবে হিন্দু উৎসবগুলিকে টার্গেট করে, বারবার তাতে হামলা করে একটা ধরন তৈরি করার চেষ্টা চলছে এই রাজ্যে। যাতে হিন্দুরা ভয় পায়। এই ভয়টা হিন্দুদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়াই আসল লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় বহুলাংশে সফল তারা। সেখানে রোজা চলাকালীন বন্ধ রাখতে হয় সব খাবারের দোকান, ঢেকে রাখতে হয় হিন্দু মন্দির। এমনকি আযানের সময় হিন্দু মন্দিরের ধাঁঝ, ঘন্টা, শঙ্খধ্বনির আওয়াজ যাতে না আসে সেটাও নিশ্চিত করতে হয় হিন্দুদেরই! আর এই সবটাই চলে পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায়।

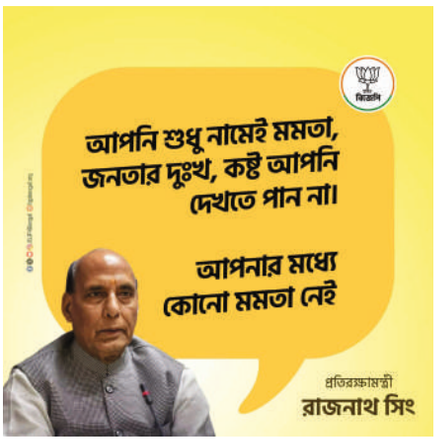

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং থেকে রাম নবমীর মিছিলে হামলা বারবার হিন্দুদের উপর বর্বর আক্রমণ নেমে এসেছে আর সেটা হয়েছে প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন মদতে। শাসক বদলে গেছে কিন্তু শাসকের চরিত্র বদলায়নি। দুর্গাপূজা, গাজন, রাম নবমীতে হামলা, হিন্দু মন্দির ভাঙচুরের মত আপাত ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ঘটনার আড়ালে যে বড় কিছু হওয়ার সলতে পাকছে না তা কে বলতে পারে? একটু ভাবুন, এখনও সময় আছে।

সকলের সাথে সকলের উন্নয়ন

এটাই মোদীর গ্যারান্টি

- 2025 সালকে জনজাতিয় গৌরব বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করবে
- সমস্ত সরকারি প্রকল্পে SC, ST এবং OBC শ্রেণীর সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।
- বিশ্বকর্মা পরিবার দ্বারা দক্ষ কারিগর নির্বাচন করবে এবং তাদের প্রভাবিত করবে।

আরও একবার মোদী সরকার

পদ্ম চিহ্নে ভোট দিন বিজেপিকে জয়ী করুন

দুয়ারে জঙ্গি

খাগড়াগড় থেকে ভূপতিনগর - বাংলায় জিহাদিদের 'জয়-বাংলা'

পুলক নারায়ণ ধর

জঙ্গিদের নিশ্চিন্ত আস্তানার ঠিকানায় এখন এগিয়ে বাংলা। ২০১৪ থেকে এখনও পর্যন্ত, বাংলা থেকে গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিদের কাছে পাওয়া গেছে লস্কর এ তৈবা, আল কায়েদা ও বাংলাদেশের জেএমবির নানা নথিপত্র। জঙ্গি যোগে বারবার উঠে এসেছে বর্ধমানের খাগড়াগড় থেকে দুর্গাপুরের কাঁকসা, বসিরহাট, বাদুড়িয়া, শাসন থেকে মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার। বাইরে থেকে জঙ্গিরা এসে এখন লুকিয়ে থাকছে বাংলায়। এমনটা কি প্রত্যাশিত ছিল? রাজ্যের মানুষের সুরক্ষা নিয়ে কে খেলছে সাপ লুডো?

২ অক্টোবর ২০১৪ সালে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে একটি বিরাট বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় দুজন ব্যক্তি মারা যান। এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। বহু কাল ধরেই বোমা এবং মৃত্যু এ দুটো পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি নিত্যনৈমিত্তিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু খাগড়াগড় বিস্ফোরণ এই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার থেকে একটু আলাদা। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল বাংলাদেশের জেহাদি গোষ্ঠী। বাংলাদেশের জেএমবি অর্থাৎ জামাত-উল-মুজাহিদীন বাংলাদেশ সংস্থাটি যুক্ত ছিল। পুলিশ বা সিআইডি এই ঘটনার শেষ পর্যন্ত কোন কিনারা করতে পারেনি। অথবা বলা ভালো যে কোন কিনারা করে উঠতে চায়নি। এর পিছনে যে সত্য এবং ভয়ংকর সত্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ তা ধামাচাপা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের নির্দেশে এনআইএ তদন্তের ভার গ্রহণ করে। এবং তার ঠিক পরেই জানা যায় এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে ছিল বিদেশি যোগ। বাংলাদেশের জেহাদি উগ্রবাদী ইসলামী গোষ্ঠীর ভারত বিদ্বেষী কার্যকলাপের গড় ছিল খাগড়াগড়। এনআইএ-এর তদন্তের জালে উঠে এসেছিল ২১ জন সন্ত্রাসী। এদের মধ্যে ৪ জন ছিল বাংলাদেশি নাগরিক। বাংলাদেশ থেকে ২০২১ সালে কৌশর এবং ২০২২ সালে মহিউদ্দিন নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। যারা এনআইএর ওপর আক্রমণের জন্য অভিযুক্ত ছিল। এরা জেএমবি সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এনআইএ কোর্টের বিচারে এদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

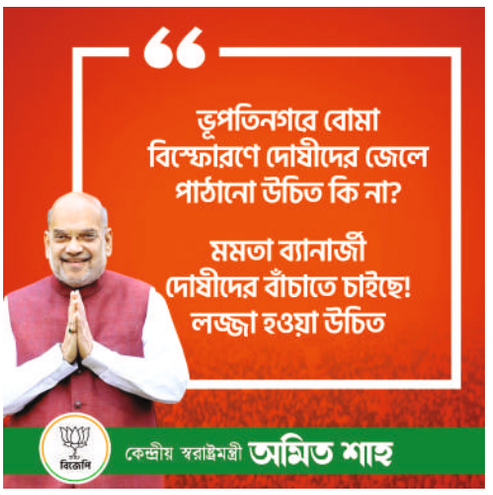

খাগড়াগড়ের ছায়া ভূপতিনগরে

এই খাগড়াগড় কান্ডটি ঘটেছিল অনেক আগেই এবং তা একটা পরিণতিতে এসেছে কিন্তু খাগড়াগড় কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না কেননা এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। খাগড়াগড় কাণ্ড আসলে ছিল পশ্চিমবঙ্গে একটি জিহাদের পরীক্ষাগার তৈরি করার পরিকল্পনা। বাধা পেলেও খাগড়াগড় জিহাদি কান্ড কিন্তু থেমে নেই। প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকাশ্য ভালবাসা পেয়ে এরা বলবান এবং অকুতোভয় হয়ে উঠেছে প্রতিদিন।

২০২২ সালে ভগবানপুর ২ নম্বর ব্লকে ভূপতিনগরের নাকুড়িয়াবিলা গ্রামে আবার একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রাজকুমার মান্নার বাড়িতে এই বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে রাজকুমার সহ তিনজনের মৃত্যু হয়। এদের ছিন্নভিন্ন দেহ বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

এর পরবর্তী কালের ঘটনায় আসা যাক উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে গত ৫ জানুয়ারি শেখ শাহজাহান নামে তৃণমূলের এক বেতাজ বাদশাহকে ইডি গ্রেফতার করতে গেলে ইডি আধিকারিকদের ওপর কতিপয় মহিলাকে ঠেলে দেওয়া হয় আক্রমণ করার জন্য। তাদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এই অবস্থায় আধিকারিকরা শাহজাহানকে গ্রেফতার না করেই চলে আসে।পাখি পালিয়ে যায়। প্রায় ৫৫ দিন পলাতক থাকে। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মহামান্য ডিজি প্রায় প্রতিদিনই সন্দেশ খাওয়াতে যেতেন শাহজানকে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় কমরড শাহজাহানকে চরিত্রের শঃসাপত্র দিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ – রোহিঙ্গা – মমতা

খাগড়াগড় – সন্দেশখালি - ভূপতিনগর কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে একটি অভিন্ন যোগ হচ্ছে বাংলাদেশ। সেই দেশ থেকে বহু মানুষ এ দেশে এসে বসতি স্থাপন করেছে। এদের মধ্যে ইদানিংকালে যুক্ত

হয়েছে আরও একটি সমস্যা। তা হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমান সমস্যা। এরা একেবারেই শিকড় ছেড়া কিছু মানুষ যারা নিজেদের দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদী এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য বিতাড়িত। এরা এসে ভারতে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। এদের প্রধান প্রবেশদ্বার হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকার এদের প্রতি খুবই সদয় তাই এরা নতুন মেকি ভোটার হিসাবে যত্রতত্র যা খুশি তাই করে যেতে পারছে। শুধু ভোটের সময় শাসকদলের হয়ে কাজ করবার দায়িত্ব পালন করলেই হল। এদের ভৌতিক নৃত্য অবশ্য সিপিএম-এর সময় থেকেই চলছে। কিন্তু এদের শুধু মেকি ভোটার বা বাহুবলি রিগিং মেশিন হিসাবে বিচার করলে ভুল হবে। এই গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থাকে মেলালে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে একটি ভারত বিদ্বেষী "জয় বাংলা" এদেশে তৈরি করার পরিকল্পনা হয়েছে। সুতরাং মাঝেমাঝেই এই ধরনের খাগড়াগড় ভূপতিনগর এবং সন্দেশখালি ইত্যাদি ঘটনাগুলো ঘটতে থাকবে। কলকাতার মধ্যেও এই ধরনের বহু জায়গা তৈরি হয়ে আছে। খিদিরপুর–মেটিয়াবুরুজ, ওদিকে রাজাবাজার এবং নদিয়া – মুর্শিদাবাদ-এর মালদার সীমান্ত অঞ্চলগুলি এই ধরনের জাগরণের জন্য জয় বাংলা মন্ত্র জপ করছে। এর সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ এবং পরিণামে বাহ্যিক নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। এই ঘটনাগুলো ছাড়া ছাড়া ভাবে ঘটলেও এগুলো একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস তৈরি করেছে। এই প্যাটার্নটা তৈরি হয়েছে মা মাটি মানুষের সরকার তৈরি হওয়ার পর বিশেষভাবে কারণ এদের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গেছে উৎকৃষ্ট দুধেল গাই অর্থাৎ মুসলমান ভোট।

সন্দেশখালি এবং ভূপতিনগরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কতকগুলি আপাত 'আল টপকা' কথা নিয়ে কিছু বলা দরকার। উনি সবসময় যেটা খুব আল টপকা ভাবে বলেন তা কিন্তু অত সাধারণ কথা নয়। আল টপকাও নয়। খুব ভেবেচিন্তে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভুল ভাবনা বা ধোঁয়া তৈরি করেন সত্য মিথ্যা মিলিয়ে। যে যেভাবেই নিক না কেন ওনার কোন ক্ষতি নেই। বড়জোর লোকে তাকে মিথ্যেবাদী বা মূর্খ মনে করতে পারে। তাতে তার কোন রাজনৈতিক ক্ষতি নেই। এই ক্ষেত্রেও তাই। এবার মুখ্যমন্ত্রীর অসত্য কথাগুলো বিচার করা যাক।

মুখ্যমন্ত্রীর অসত্য কথা

১) ২০১৪ সালে খাগড়া ঘরে এনআইএ অত্যাচার করেছিল এবং সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। অসত্য কথা।

২) ২০২২ কোন একটি গ্রামে একটা চকলেট বোমা ফেলেছিল সেই নিয়ে এত হাঙ্গামা এবং NIA এর ছোটাছুটি। অসত্য কথা।

৩) NIA পুলিশকে না জানিয়ে গ্রামে ঢুকেছে এবং গভীর রাত্রে ঘরে ঢুকে মহিলাদের উপর অত্যাচার করেছে। অসত্য কথা।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি প্রশ্ন

১) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ২০১৪ সালের খাগড়াগড়ের ঘটনা কি সাধারণ কোন বাড়ির টিভি ফেটে গিয়ে হয়েছিল? নাকি রান্না করতে করতে গ্যাস থেকে আগুন ধরে গিয়েছিল? যারা ধরা পড়েছিলেন এবং বিচারে যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে তারা কি দেশপ্রেমিক বিপ্লবী ছিলেন? এনআইএ কোন চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত ছিল? নাকি আপনার প্রিয় পুলিশ সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল? আপনি কাকে খুশি করতে চাইছেন আর কাকে বোকা বানাতে চাইছেন মানুষ বোঝে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষ বুঝুন বা নাই

বুঝুন এনআই এর গুরুত্ব কতখানি সেটা আপনার একেবারেই অজানা নয়।

২) ভূপতি নগরের গ্রামে ২০২২ সালে চকলেট বোমা ফেটে তিনজন লোক মারা গিয়েছিল। সেই চকলেট বোমা কোন কারখানায় বা দোকান থেকে কেনা হয়েছিল আপনার পুলিশ নিশ্চয়ই সেটা আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু আমরা জানি না। যে চকলেট বোমায় বীভৎস ভাবে ছিন্নভিন্ন হাত-পা কয়েকশো মিটার দূরে ছিটকে যেতে পারে?

৩) আপনি প্রশ্ন তুলেছেন এনআইএ কেন গভীর রাতে গ্রামে ঢুকল? সত্যি তো সে সময় তো সেখানে পিঠে তৈরি হয়! মাননীয়া আপনি কি ভূপতিনগরের থানার খাতাপত্র পরীক্ষা করে দেখেছেন এনআইএ-এর আধিকারিকরা ঠিক কটার সময় থানায় গিয়েছিলেন? দেখে নেবেন বা জেনে নেবেন।

আপনি কি ভুলে গেছেন গভীর রাতেই তাদের বাড়ি থেকে কোন কোন সাংবাদিককে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছিল? ভুলে গেছেন কোন এক কাউন্সিলের বাড়িতে রাত্রিবেলায় দরজা ভেঙেই পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? সেই দিনগুলোতে বোধহয় ত্রিফলা আলোতে রাত্রিকে গৌরবময় দিন মনে হয়েছিল তাই না না মাননীয়া?

এনআইএ ভোর চারটে ত্রিশ মিনিটে থানায় গিয়েছিল এবং কাগজপত্র তৈরি করার প্রক্রিয়া চলার সময় সকাল ছ'টায় তাঁরা আসামিদের ধরার জন্য থানা থেকে বেরিয়ে গেছে। আপনার পুলিশের অন্যমনস্কতা বা গাফিলতির জন্য ৬ জন পালিয়ে গেছে।

আমাদের প্রশ্ন একটাই আপনার এই গুণধর পুলিশ কি ঘোষিত ক্রিমিনালদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল? আপনার কাছে অনুরোধ দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা প্রসঙ্গে কোন গাফিলতি বরদাস্ত করবেন না বা কোন ব্যক্তিকে বা নেতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। একবার দুবার কেন্দ্রের এই আধিকারিকদের ওপর আক্রমণ করতে পারেন। কিন্তু যারা আক্রমণ করছে তাদের বিরুদ্ধে যে কঠোর থেকে কঠোরতর পদক্ষেপ এরা গ্রহণ করবে সে ব্যাপারে আপনার সমর্থকদের সাবধান করা উচিত। অন্যথায় শুধু ওদেরই নয় বিপদ আপনারও। কারণ আপনি জিহাদিদের জালে জড়িয়ে পড়ছেন।

বাঁচাও নিজেকে

এসেছে সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর

সুস্মিতা মণ্ডল

এসএসসি থেকে সিভিক পুলিশ পর্যন্ত এরাজ্যে কোথাও নেই স্বচ্ছ নিয়োগ। তৃণমূলের সরকারের দুর্নীতিই যেন একমাত্র নীতি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে সবার সঙ্গে সবার বিকাশের অংশীদার হয়ে ভারত আজ বিশ্বে পঞ্চম অর্থনীতির দেশ। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের সংকল্প নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। আসুন, সবাই মোদীজির হাত ধরি, দেশ গড়ি।

"চটীর চরনতলে ভিক্ষের ঝুলি হাতে
অনন্তসমীপে বসিবে কি, ভিক্ষু বাঙালী ও বাংলা?" -
না কি,
"মেরুদন্ড রেখে সোজা
মোদীজীর হাতে রেখে হাত
বিকশিত ভারতের বাকি সংসর্গিত সনে
গর্বিত বাঙালী রহিবে অগ্রে,
পুরনো ঐতিহ্য বহিবে উন্নত শিরে!" -

সভ্যতার চলার পথে ক্রান্তি কাল আসে, সমসময়ের জনগণ সেখানে ছাপ ফেলে রাখে, পরবর্তীতে ইতিহাস রচনায় যা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আজকের এই মহাক্রান্তিকালের বোধনযজ্ঞের সূচনা মুহূর্তে বাংলা ও বাঙালি তথা রাজ্যের সকল অধিবাসীদের সংঘবদ্ধ চেতনা তৈরি করে মতদান নির্ণয়ের কঠিন ভূমিকা নিতে হবে, কোন্ রাজনীতির স্বীকৃতি গ্রহণে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে, চৌর্যবৃত্তি নিরসনে, বেকার যুবকদের নৈতিকতার পথে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে, শিক্ষিত বেকারদের মেধাভিত্তিক চাকরির পথ উন্মুক্ত করতে নিজেদের ভূমিকা পালন করবেন! বাংলার মানুষকে বুঝে নিতে হবে আর বুঝিয়ে দিতে হবে, বাংলা মাথা উঁচু করে চলবে না কি বিশ্বের দরবারে বালি , গরু, পাথর, চাকরি চুরির কলঙ্ক নিয়ে কলঙ্কিত জাতিস্বত্তা হয়ে প্রচারের আলোয় উদ্ভাসিত থাকবে?

স্বামী বিবেকানন্দের দীক্ষায়, বিদ্যাসাগরের শিক্ষায়, রামমোহনের ঔচিত্যবোধে ও সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের মানবতা প্রেমে দীক্ষিত বাঙালির ঘরে আজ কোন শিক্ষা প্রবহমান? হে বাঙালি, যোগ্যদের বঞ্চিত করে চাকরি বিক্রির কারবারী তৃনমুলের পাড়ার নেতা থেকে মহামন্ত্রী, যারা আজ আপনার সন্তানের চাকরির স্বপ্নকে খুন করেছে , জীবন-যৌবন- ভবিষ্যতের কপালে ঝামা ঘষে দিয়ে বান্ধবীদের নিয়ে টাকার পাহাড়ে মজা লুটছে, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় আপাদমস্তক দূর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে একটা প্রজন্মের চাকরী লোপাট করে দিয়েছে ও দিচ্ছে, আর আপনার সন্তানের প্রতি বঞ্চনা, বেকারত্বের জ্বালা ধরিয়ে তাদের সুকৌশলে উন্মার্গগামী করে তুলে অসীম সম্ভাবনাময় যৌবন জলতরঙ্গকে সকল কুশল সম্ভাবনাকে অন্ধকারের কুটিল গুহায় জীবনের স্বপ্নকে লণ্ডভণ্ড করে তুলছে - আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? যদি বিবেকের বোধ এখনো বিকল হয়ে না থাকে তো কালের পথে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি যে অবিচার হয়ে চলেছে

তার প্রতিশোধ আপনাকেই নিতে হবে। শপথ গ্রহণে তেজী বাঙালিয়ানার দুর্মর চেতনার প্রকাশ ঘটাতে হবে। পদ্মফুল চিহ্নে ছাপ লাগাতেই হবে - বাকি ভারতের সাথে মিশে বিশ্বে ভারতের জয় পতাকা তুলে ধরতে হবে।

এসএসসি, পিএসসি,পুরসভা থেকে সিভিক পুলিশ পর্যন্ত কোথাও নেই স্বচ্ছ নিয়োগ। তৃণমূলের সরকারের দুর্নীতিই যেন একমাত্র নীতি। সামান্য স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের শূন্যপদেও লক্ষাধিক আবেদনকারী শুধু নয় ,স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী-কেও ওই নিম্ন যোগ্যতার কাজ পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হচ্ছে। চেষ্টা যে কোন গঠনমূলক উন্নয়নের প্রতীক কিন্তু যখন সকল সরকারি ব্যবস্থাকে অন্যায় আর অন্যায্য উপায়ে ধ্বংস করে ব্যক্তিতান্ত্রিক অর্থ উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত করা হয় তখন সকল শুভ ও সৎ প্রচেষ্টা বিলীন হয়ে যায় অর্থভুক নীতি নৈতিকতাহীন নেতৃত্বের লোলুপ গহ্বরে। কোথায় যাবে যুব সমাজ?

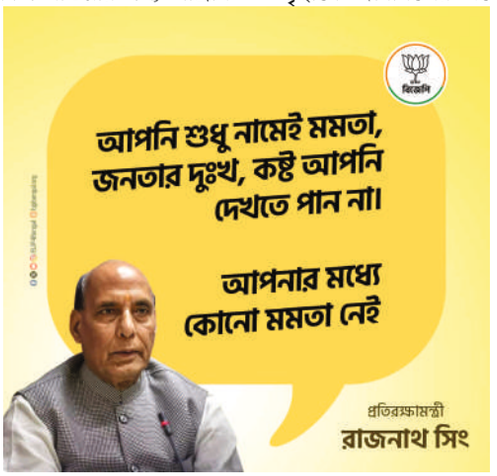

শিল্প নেই,কারখানা নেই,সিঙুর থেকে টাটার কারখানা শুধু মমতা ব্যানার্জি উঠিয়ে দেয়নি, বাংলার মানুষের কপালে বাংলার কলকারখানায় কাজের দরজা নিজ হাতে সপাটে বন্ধ করে দিয়েছেন। ঢাক ঢোল পেটানো শিল্প সম্মেলন আমরা প্রতি বছর দেখি কিন্তু পরিনাম হয় চপ শিল্পের অনুপ্রেরণা। তাই পশ্চিমবঙ্গ আজ বাকি ভারতের জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের পূর্নকুম্ভ। দুর্ভাগ্য আমাদের, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি শ্রম জগৎ তৈরি করে তার সুষম বন্টন করে চাকরির পরিধি ও স্থায়ীত্ব বাড়াবেন, তিনিই দানবিক ক্ষমতা প্রয়োগে সকল শিল্প সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দৃষ্টিকটু ভাবে ভিক্ষাকে উপজীব্য করে শ্রী' র মাহাত্ম জুড়ে সারা বাংলা জুড়ে মানুষের মননকে ভিখারি বানানোর অপকৌশলে মেতেছেন। দিদির ছোট ভাইরা সাথে দলদাস পুলিশ নিয়ে বাধ্যতামূলক আনুগত্য আদায় করছেন। এসেছে সময়, রুখে দাঁড়ানোর, নিজের উন্নত মস্তিষ্কের খোঁজে ছুঁড়ে ফেলুন ভিক্ষা গ্রহণের হীনমন্যতা। রুখে দাঁড়ান,নিজের ভোট নিজে দিন। তৃণমূলকে আর একটিও ভোট না দিয়ে শিক্ষা দিন।

বুঝে নিতে হবে বাংলার আপামর মা বোনদের কারণ শুধু সন্দেশখালি নয়, আজ বাংলার চারদিকে সন্দেশখালির ছায়া। আর কতো নির্যাতন হলে পুলিশ মন্ত্রী নামক মুখ্যমন্ত্রী তার ব্যর্থতার দায়ভার গ্রহন করবেন? সন্দেহ হয় মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ কি "শান্তি রক্ষক" না তৃনমুলের "ক্যাডার রক্ষক"! এই বাংলায় সরকার এখন ধর্ষিতার সুরক্ষার পরিবর্তে ধর্ষকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড়োই ব্যস্ত। বাংলার মহিলাদের সম্মান 500 বা 1000 টাকার লক্ষীর ভান্ডার দিয়েই বাংলার লক্ষীদের সম্ভ্রমকে উপেক্ষা করেছেন, প্রতিটি ঘটনা তাই ছোট ঘটনা হয়ে যায়, নারী জীবনের চরম সম্পদকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে অতি অনায়েশে বলতে পারেন, "খদ্দেরের সাথে দর কষাকষির ঘটনা" বা " লাভ এয়ফেয়ারস" বা "শরীর খারাপ ছিলো" ! নারীত্বের এতবড় অসম্মান দেখেও যখন কোন জাতির চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে না, বিশেষ করে সে জাতি যদি হয় বাঙালি জাতি - তাহলেই ভাবতে হয় ১৩ বছরের শাসন কালে আমাদের দিদিমনি আমাদের চেতনাকে সম্পুর্নভাবে আত্মসাৎ করেছেন!

আমরা বিশ্বাস করি না, রাজ্যের মানুষ এই অনাচারকে দেবীর প্রসাদ বলে ভাবছেন। আমরা বিশ্বাস করি, রাজ্যের মানুষ প্রতিবাদের আগুন বুকে পুষে রেখেছেন। আপনাদের কাছে আমাদের অঙ্গীকার, আসুন, এই প্রতিবাদী স্পৃহাকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দিন। প্রতি ঘরে, প্রতি পাড়ায়, প্রতি জনমানসে। আমরা নারীর সম্মান রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবাক বিস্ময়ে আমরা বাকরুদ্ধ, সন্দেশখালির মায়েদের উপর এতো নির্যাতনের পরেও কিভাবে চুপ থাকেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী? সন্দেশখালির মহিলারা ক্ষোভের আগুনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদের পথ দেখিয়েছেন । আসুন, মহিলাদের নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে তৃনমুলকে আর একটিও ভোট নয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে ভারতের বিকাশের অংশীদার হয়ে মহিলারা যুদ্ধ বিমান চালানো থেকে চন্দ্রযান পাঠানোর দায়িত্ব পালন করছেন। উজালা যোজনা, ঘর ঘর নল ঘর ঘর জল, বিনা মূল্যে রেশন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও,প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা,বিধবা ভাতা,বার্ধক্য ভাতা, আয়ুষ্মান ভারত, তিন তালাক বাতিল,প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা, কিষান সম্মান নিধি, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রভৃতি প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুরতম গ্রামের দুঃস্থতম মহিলাদের যেমন সহযোগিতা করছেন তেমনি উচ্চ শিক্ষায়, শিল্পে, স্বনির্ভর বানিজ্যে সর্বস্তরে সম্মানের সাথে মহিলাদের এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করছেন।

করোনা মহামারীতে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো যেভাবে মৃতুমিছিলে ধরাশায়ী হয়েছিল মাননীয় মোদীজির যোগ্য নেতৃত্বে জনবহুল ভারতের প্রানরক্ষা করা শুধু নয় খাদ্যের যোগান,পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা, প্রতিষেধক টিকার যোগান প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য নিশ্চিত করতে তিনি পেরেছেন। মানবিকতার স্বার্থে বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন প্রতিবেশী দেশের জন্যেও। এমন দরদী যোগ্য মোদীজির হাতেই ভারত আবার জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

এক দেশ এক আইন, 370 ধারার বিলোপ, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, CAA প্রবর্তন প্রমাণ করে দেশে বলিষ্ঠ সরকার চলছে। উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিবর্তে কাশ্মীরে উন্নয়নমূলক কাজের প্রবর্তন, কাশ্মীরে G-20 বৈঠকের আয়োজন, সফল চন্দ্র অভিযান,রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা, অত্যাধুনিক উন্নততর বন্দেভারত ট্রেন পরিষেবার বিস্তার, গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো ট্রেনের চলাচল, ভারতবাসী হিসেবে আমাদের গর্বিত করে। আসুন, সবাই মোদীজির হাত ধরি, দেশ গড়ি।

সাক্ষাৎকার

রুদ্রনীল ঘোষ, বিশিষ্ট অভিনেতা

মমতা জানেন উনি ক্ষমতা থেকে চলে যাচ্ছেনঃ রুদ্রনীল

প্রশ্ন: সামনে লোকসভা নির্বাচন, তো আপনার কি মনে হয়? তৃতীয় মোদী সরকার শুধু সময়ের অপেক্ষা?

উত্তর: সেটা তো সাধারণ মানুষজন সবাই বলছে কারণ যে ৮০-৮৫ শতাংশ অত্যন্ত কষ্ট করে চলা মানুষ রয়েছে তাঁদের জন্য বহু সরকার বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই প্রথম বিজেপি সরকার জনমুখী প্রকল্প নিয়ে যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা রক্ষা করেছে। মানে যেমন কথা তেমনি কাজ। মানুষ বুঝে গেছে নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি মানে প্রতিশ্রুতি পূরণের গ্যারান্টি।

সরকার তো আসে মানুষকে প্রতিদিনের জীবনযন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। মোদীজি সেই কাজ করছেন দেশজুড়ে। মানুষ তো আশীর্বাদ দেবেই।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি এ বারের লোকসভা নির্বাচনে কি রকম ফলাফল করতে পারে?

উত্তর: এই যে তৃণমূলের একটা দানবীয় ··· সরকারের নামে একটা কোম্পানি চালানো ···মানে 'টাকা মারো কোম্পানি' ··· তো এটা সবাই জেনে গেছে এবং প্রত্যেকটি মানুষ নিষ্কৃতি পেতে চাইছে। আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আশীর্বাদ দিতে চাইছে সেই বৃত্তটা সম্পুর্ন হবে তখনই যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিজেপিকে ভোট দিতে এসে নির্ভয়ে বোতাম টিপে ভোট টা দিতে পারবে। এবং ওদের ভোট চুরির বিরুদ্ধে প্রতিটি ইঞ্চিতে রুখে দাঁড়াতে হবে আমাদের কর্মীদের।

প্রশ্ন: সন্দেশখালির ঘটনা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কী রকম প্রভাব ফেলবে?

উত্তর: অবশ্যই পড়বে কেননা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভীতু নয়।

প্রশ্ন: আর এই সন্দেশখালির ঘটনা চাপা দিতে দিদি নং ওয়ানে মমতা ব্যানার্জির নাচ গান.....

উত্তরঃ যখন ওই রোম পুড়ছে আর সম্রাট নিরো বাজনা বাজাচ্ছে, ঠিক সেরকম। উনি ক্রমাগতভাবে সন্দেশখালি এবং অন্যান্য জায়গায় যখন মা-বোনেরা চিৎকার করেছেন উনি কিন্তু তখন মা-বোনেদের পাশে দাঁড়াননি। উনি দাঁড়িয়েছেন যারা মা-বোনেদের ক্ষতি করেছে, মানুষের ক্ষতি করেছে, তাঁদের পাশে। উনি অনুব্রতকে বীর বলেছেন। চালচোর বালু-কে ভাল ছেলে বলেছেন। শাহজাহানের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিধানসভায়। এবং সন্দেশখালির মহিলাদের পাশে না দাঁড়িয়ে তাঁর দলের মহিলা নেত্রীদের দিয়ে বলালেন যে মান-ইজ্জত লুঠ হবার ভিডিও জমা দিতে। উনি সবসময় ক্রিমিনালদের পক্ষে। ওনার আসলে দাদি নং ওয়ানে যাবার কথা। মমতা জানেন উনি ক্ষমতা থেকে চলে যাচ্ছেন।

প্রশ্ন: স্বাধীনতার এত বছর পর, বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য প্রথম কোন সরকার একটা আইন পাশ করালো। সিএএ নিয়ে কি বলবেন?

উত্তর: অভূতপূর্ব। আমাদের শরনার্থী মানুষদের জন্য একটা সম্মান দেওয়া হল এই বিল পাশ করানোর মাধ্যমে। শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হল সেই শরনার্থী মানুষদের জন্য যাদের প্রতি অন্যায় করেছিল সিপিএম মরিচঝাঁপিতে। বড় আনন্দের খবর।

প্রশ্ন: আপনি একজন শিল্পী মানুষ। আপনার সিনেমা, অভিনয়, কবিতা, আবৃত্তি যারা ভালবাসে তাঁদের প্রতি আপনি এবারের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে কি বার্তা দিতে চান?

উত্তর: আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই তাঁদের যারা আমায় বিকল্প ভাবে বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছেন। মানুষের ভালবাসাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ আমি আমার মতামত বদল করেছি, তৃণমূলের চুরি-দুর্নীতির জন্য সরব হয়েছি – সবটাই মানুষের জন্য। তাঁদের জন্য আমি একটাই কথা বলব, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং দেশ নির্মাণে ভারতীয় জনতা পার্টির পাশে দাঁড়ান। নরেন্দ্র মোদীর পাশে দাঁড়ান।

ফেক নিউজ

তৃণমূলের প্যানেল চুরি

আদালতের রায়ে একটা গোটা প্যানেল বাতিল হয়ে গেল। যে প্যানেল থেকে মমতা ব্যানার্জির সরকার দিনের আলোয় পুকুর চুরি করেছে এবং সেটা আদালতে নিজেরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আদালত বারবার অযোগ্যদের তালিকা চাওয়া সত্ত্বেও, যোগ্যদের ঢাল করে অযোগ্যদের বাঁচাতে মমতা সরকার তা জমা দেয়নি। এখন প্যানেল বাতিলের দায় নিজের ঘাড় থেকে সরাতে মিথ্যা কথার ফুলঝুড়ি ছুটিয়ে মমতা ব্যানার্জির দাবী হাইকোর্টের রায় নাকি লিখে দিয়েছে বিজেপি! তিনি এটাও বলেছেন একবার চাইলেই নাকি তিনি অযোগ্যদের তালিকা দিয়ে দিতেন।

আসল খবরঃ

ঘটনা হল আদালত বহুবার চাওয়া সত্ত্বেও তিনি শুধু তালিকা দেননি তাই নয় এখনও সেই তালিকা দেবেন না বলছেন। বিচার ব্যবস্থার চরম অবমাননা করে অসম্ভব সব মিথ্যে কথা বলে ফেক নিউজের ফ্যাক্টরি চালাতে শুধু মমতা ব্যানার্জিই পারেন। হ্যাঁ একথা সত্যি বাতিল হওয়া প্যানেলে অসংখ্য অযোগ্য এবং দুর্নীতিগ্রস্থদের সাথে বেশ কিছু যোগ্য শিক্ষক শিক্ষাকর্মীও ছিলেন। বিজেপি সবরকমভাবে যোগ্যদের পাশে আছে।

কংগ্রেসের ঢপের কীর্তন

কংগ্রেসের দাবী জনপ্রিয় নায়ক আল্লু অর্জুন তাদের হয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার করতে নেমেছে। যদিও কংগ্রেসের এই ঢপবাজি বেশিদূর এগোতে পারেনি। মুখ থুবড়ে পড়েছে।

আসল খবরঃ

আল্লু অর্জুন দক্ষিণের বিখ্যাত নায়ক। অসম্ভব জনপ্রিয় তিনি। সম্প্রতি বিদেশের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে হুড খোলা গাড়িতে চেপে ঘুরেছিলেন তিনি। কংগ্রেস সেই ছবিকে নিজেদের মত করে এডিট করার পর প্রচার করে আল্লু অর্জুন নাকি কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছে।

চিনের দালাল কংগ্রেস

জামিয়াং শেরিং বিজেপির সাংসদ। শেষ নির্বাচনে লাদাখ থেকে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। এবারে বিজেপি প্রার্থীবদল করেছে কারণ তারা মনে করে জামিয়াং শেরিং সংগঠনের কাজে অনেক বেশি দক্ষ। তাই তাঁকে সংগঠনে প্রয়োজন। কিন্তু চিনের দালাল কংগ্রেস প্রচার করে জামিয়াং শেরিং নাকি বলেছেন, তিনি বিজেপি করে ভুল করেছিলেন। তিনি নাকি বিজেপি করার জন্য লাদাখের জনগণের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন।

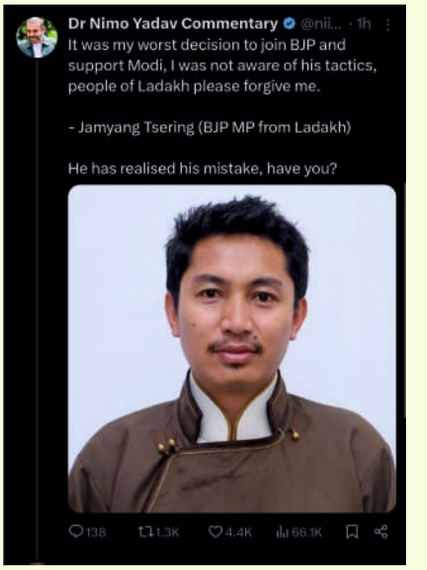

আসল খবরঃ

বাস্তবে এগুলো সবই মিথ্যে। জামিয়াং শেরিংয়ের কিছু সমর্থক তিনি প্রার্থী না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ঠিকই কিন্তু তারা কেউই বিজেপির বা বর্তমান প্রার্থীর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি, অন্তত খোলাখুলি।

রামের নামে ইন্ডির ভয়

এই ঘটনা দক্ষিণ ভারতের। যেখানে গাড়িতে গেরুয়া পতাকা লাগানোর অপরাধে হেনস্থা করা হয় কয়েকজন গাড়ি চালককে। একজন চালক জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়ায় তাকে মারধরও করা হয়। ইন্ডি জোটের এই হিন্দু বিরোধীতা নতুন নয়। কিন্তু হিপোক্রেসির চরম সীমায় পৌঁছে গিয়ে তাদের দাবী, জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে দিতে কয়েকজন নাকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ওপর হামলা করেছিল।

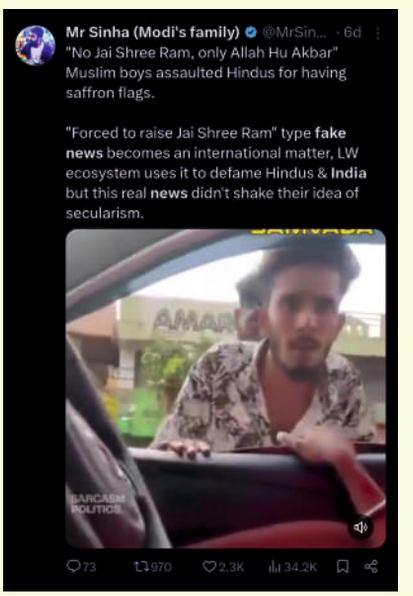

আসল খবরঃ

এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যে এবং এ খবর ১০০% ভুল। আদতে হয়েছে তার উল্টোটা। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের মতো দক্ষিণ ভারতেও ইন্ডি জোটের শাসনে থাকা কিছু এলাকায় হামলার শিকার হতে হয়েছে সনাতনীদের।

গুলবাজ মমতাধন্য ধ্রুব রাঠী

কেজরিওয়াল - মমতার বিশেষ স্নেহধন্য এবং হিন্দুবিরোধী ধ্রুব রাঠী নামের এক জার্মান ভারতীয় ইউটিউবার-এর সাম্প্রতিক দাবি, রাম মন্দির করার জন্য সরকার নাকি ৩০০ কোটি টাকা দিয়েছে!

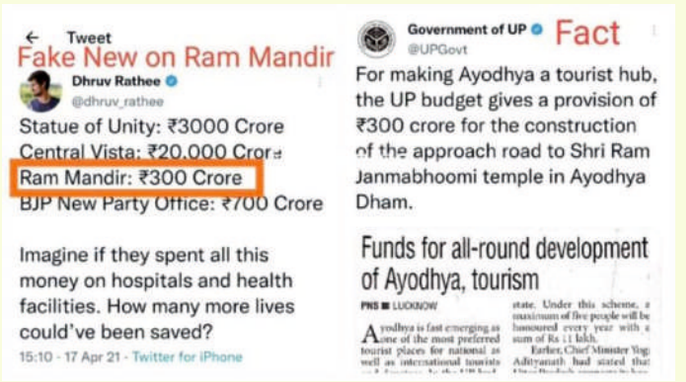

আসল খবরঃ

অযোধ্যায় সরকার যে ৩০০ কোটি টাকা খরচ করেছে তা শুধুমাত্র পরিকাঠামো নির্মাণে। রাম মন্দির হয়েছে সম্পূর্ণরূপে সনাতনীদের দেওয়া অর্থে। যেখানে সনাতনীদের দেওয়া দক্ষিণার ব্যাংক সুদেই একটা গোটা রাম মন্দির হয়ে যেতে পারে। সেখানে সরকারের থেকে টাকা চাওয়ার বা নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। উত্তরপ্রদেশ বা ভারত সরকার থেকে রাম মন্দির ট্রাস্ট এক টাকারও আর্থিক সাহায্য নেয়নি।

বাম-কংগ্রেসের ইভিএম জুজু

যেহেতু নির্বাচন চলছে তাই ফেক নিউজের নতুন টার্গেট ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম। কেরালার এক চ্যানেল খবর করে কোনো এক জায়গায় ইভিএম নাকি বিজেপির ভোট বেশি দেখাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই কেরালার বাম কংগ্রেস জোট এই খবরকে ভিত্তি করেই ছুটে যায় সুপ্রিম কোর্টে। যেহেতু অভিযোগ গুরুতর তাই তড়িঘড়ি তদন্তের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

আসল খবরঃ

তদন্তে দেখা যায় কোথাও কোনো রকম গন্ডগোল হয়নি। এমনকি বাম এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিও স্বীকার করে ইভিএম সম্পূর্ণরূপে সঠিকভাবে কাজ করছে। এই ফেক নিউজ ছড়িয়ে দেশজুড়ে অশান্তি তৈরীর অপরাধে ওই চ্যানেলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে কেরালা পুলিশ এবং বাম সরকারের পুলিশও বাধ্য হয়ে গ্রেফতার করে চ্যানেল অধিকর্তাকে।

আদানি নিয়ে মিথ্যা খবর

সম্প্রতি এক ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেখানে কয়েকজন ভদ্রলোক দাবি করছে চাষিরা নাকি ফসলের সঠিক দাম পাচ্ছে না কারণ সরকার নাকি ফসল কেনার অধিকার আদানিদের হাতে তুলে দিয়েছে। আদানিদের এক স্টোরেজ রুমের সামনে এই ভিডিও এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তা অনেকটাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

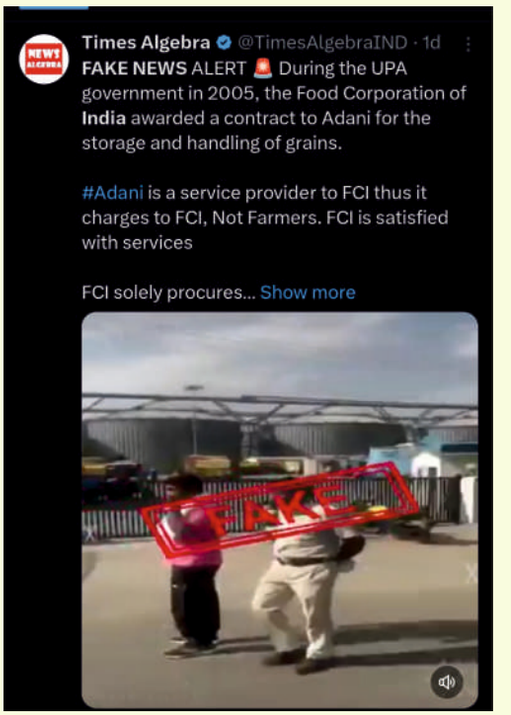

আসল খবরঃ

বাস্তব ঘটনা হলো ওই স্টোরেজ হাউস ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার খাদ্যদ্রব্য মজুদ রাখার কাজ করে আদানিদের তরফ থেকে। ফসল কেনা বা চাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অধিকার কখনোই আদানিদের হাতে নেই। ইন্টারেস্টিং তথ্য হল স্টোরেজ সংক্রান্ত এই অধিকার আদানিদের ২০০৫ সালে দেয় কংগ্রেস সরকার। আদানিদের সঙ্গে মোদি সরকারকে জুড়ে ফেক নিউজ ছড়ানোর আরো অনেক ভিন্ন প্রচেষ্টার মত এটাও ব্যর্থ হতে সময় নেয়নি।

মালদা দক্ষিণ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী'র সমর্থনে বিশাল রোড শোতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহজি।

বিহারের পটনায় রাজ্য নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠকে বিজেপি জাতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি।

ভোপাল শহরে নরেন্দ্র মোদীর রোড শোতে মানুষের উচ্ছ্বাসে পরিস্কার বার্তা— আবার একবার মোদী সরকার।

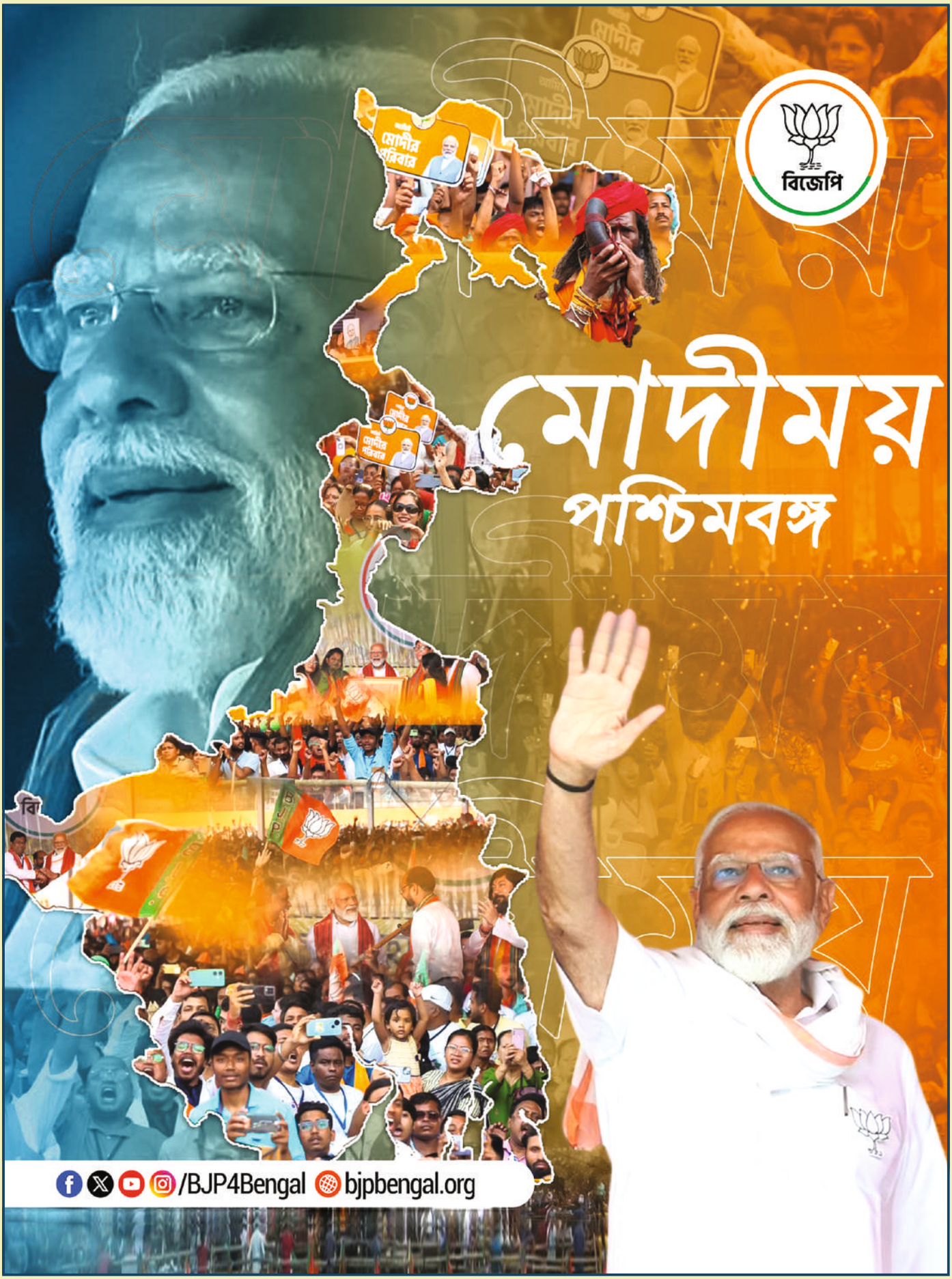

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টী.সি. দত্ত মার্চেন্টস প্রা.লি., কলকাতা - ৭০০ ০২৫ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।